উৎসর্গ।

মহামান্য

শ্রীযুক্ত রাজা জগদিন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী

মহাত্মার

পবিত্র নামে

ধর্ম্ম-নৈতিক প্রবন্ধ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।
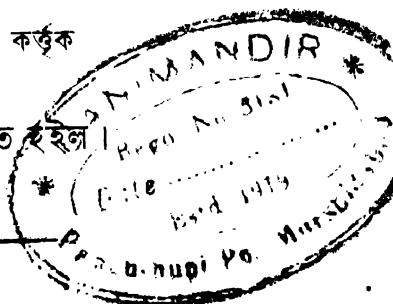
ভূমিকা।

সাধারণ হিন্দু-সন্তানগণের মনে আর্য্য-ধর্ম্মে অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য, আর্য্যগণআচরিত ধর্ম্মনীতি সকল সংগ্রহ করিয়া, এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া যদ্যপি সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার বোধ হয়, তাহা হইলে আমি আশাতীত ফল লাভ করিব।

এই পুস্তক খানি প্রকাশের জন্য পূজ্যপাদ গণদর্পণ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামতারণ শিরোমণি, আর্য্যধর্ম্মে অটলনিষ্ঠ মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ মিশ্র, পরম-প্রীতিভাজন বিদ্বানপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়গণ যথেষ্ট উৎসাহ দান ও আনুকূল্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিলাম।

কান্দি,
১লা পৌষ, ১৩০৬। } গ্রন্থকার।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১২	প্রজ্বলিত	প্রজ্বালিত
৬	৯	ভাগ	ভোগ
৭	২১	লোভেকে	লোভকে
১৪	১৩	প্রত্যুপকার	প্রত্যপকার
১৬	১৩	সাক্ষ্যাৎ	সাক্ষাৎ
২১	২	প্রতিবন্ধ্ক	প্রতিবন্ধক
২২	১০	ফলোৎপ তিলক্ষিত	ফলোৎপত্তি লক্ষিত
২৩	৩	সদানুষ্ঠান	সদনুষ্ঠান
২৩	১৭	কুসংস্কারাপন্ন	কুসংস্কারাপন্ন
২৬	৭	দাপ্তশীরা	দীপ্তশিরা
২৬	১৩	রমণীগর্ব্ভে	রমণীগর্ভে
৩১	১৮	পরিযর্ত্তন	পরিবর্ত্তন
৩২	১৭	জাতি মাহাত্মের	জাতিমাহাত্ম্যের
৩০	৫	অস্বচ্ছি	অস্বচ্ছ
৪১	২১	উদ্দ্যেশ্য	উদ্দেশ্য
৪৮	১৪	মহত্ত্বব্যঞ্জয়	মহত্ত্বব্যঞ্জক
৫১	২২	চরিত্র গাথা	চরিত্র গাথা
৬৫	১২	ধর্ম্মকর্ম্মে	ধর্ম্মবর্ম্মে
৬৮.	২	পাপাশক্তি	পাপাসক্তি

ধর্ম্ম-নৈতিক প্রবন্ধ

প্রথম অধ্যায়।

ধর্ম্মনীতি।

জগদীশ্বর মনুষ্যকে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি দিয়া সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সেই মনুষ্য যদি পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় আচরণ করিয়া চলে, তাহা হইলে তাহার মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়; বস্তুতঃ এই সকল বৃত্তি থাকাতেই মানব জন্ম সার্থক হয়; অতএব সেই সকল বৃত্তির উন্নতি সাধন করা মনুষ্যের নিতান্ত কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে নীতি বৃত্তি দ্বারা কি কি উপকার সাধিত হয়, তাহাই লিখিত হইতেছে। সুনীতি পথ প্রদর্শক হইয়া ধর্ম্মের পথে হস্ত ধরিয়া লইয়া যায়। মনুষ্যকে ন্যায়পর, ধর্ম্মপর ও ঈশ্বরপরায়ণ করা নীতি বৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতির নিয়ম নির্দ্ধারণ ও তৎপ্রতিপালন পূর্ব্বক সত্যকথন, সরল ব্যবহার, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, দরিদ্রের প্রতি দয়া, সাধ্যমত পরোপকার, মধুর বচনে সকলের চিত্ত আকর্ষণ,

পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তণ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ প্রভৃতি গুণ না থাকিলে মানব নিকৃষ্ট বলিয়া জনসমাজে পরিগণিত হয়।

যাঁহারা সুনীতিজ্ঞ হইতে পারেন তাঁহারাই ধর্ম্মের পথ দেখিয়া লয়েন, অতএব ধর্ম্ম ও নীতি পরতন্ত্র হওয়া মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহারা ধর্ম্ম ও সুনীতির পবিত্র হিল্লোলে সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিতে পারেন, তাঁহাদের মানব জন্ম সার্থক; এই অনিত্য সংসারে যাঁহারা অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সদা ধর্ম্ম ও ন্যায়োপেত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া জীবিতকাল ক্ষেপণ করেন তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই পূজ্য। যাঁহারা জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতি মনের সুপ্রবৃত্তি রূপ পুষ্প ঈশ্বরে সমর্পণ করতঃ নির্ম্মল চিত্তে তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়া পূর্ণানন্দ ভোগ করিতে পারেন তাঁহাদেরই জীবন সার্থক! অতএব ধর্ম্ম ও নীতি পরতন্ত্র হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পাপী পাপাচার করিয়া চিরদিন জয়লাভ করিতে পারে না, আপাততঃ তাহার যতই শ্রীবৃদ্ধি হউক, এক সময়ে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও তাহার ঐশ্বর্য্যই কালফণী হইয়া তাহাকে দংশন করিতে থাকে, অতএব কদাপি সাংসারিক সুখলোভে পাপপথ আশ্রয় করিবেক না। ধর্ম্মের তুল্য বন্ধু আর কেহ নাই। মৃত্যু হইলে পৃথিবীর সমুদায় বন্ধুগণ মৃত শরীর শ্মশানে

পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইবেন, আত্মা একাকী লোকান্তরে উপনীত হইয়া কেবল সঞ্চিত ধর্ম্মবলে সদ্গতি লাভ করিবে। ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের বল, ধর্ম্মই আত্ম প্রসাদের আকর; পাপাচরণ অভ্যাস হইয়া গেলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া অনায়াসসাধ্য নহে এবং পুণ্য কর্ম্ম করা যাহার অভ্যাস হইয়া যায়, পাপ কর্ম্মে সহসা তাহার প্রবৃত্তি হয় না, অতএব দিন দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যাস করাই ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবার উৎকৃষ্ট উপায়। চিন্তা স্রোত কোন না কোন বিষয়ে প্রবাহিত না হইয়া নিরবলম্বন থাকে না; মনুষ্য যখন সদ্বিষয়ের চিন্তাতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সদ্ভাব সকল স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া সৎকর্ম্ম সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি উৎপাদন করে, কিন্তু যখন তিনি অসদ্বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার অসদ্ভাব সকল উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে পাপালাপ ও পাপ কর্ম্মে উৎসাহিত করে, অতএব পাপ চিন্তা উদিত হইবামাত্র তাহার উন্মূলন করা বিধেয়।

প্রজ্ঞাবান মনুষ্য বিবেক সহকারে পাপের মলিনতা ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকেন এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তিনি পাপাচার জনিত পরিণামে ক্লেশজনক ক্ষণভঙ্গুর সুখ পরিত্যাগ করিয়া অমূল্য আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন; অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠানে.

যদি আপাততঃ কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, তথাপি ভীত হইয়া তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইবেক না ও পাপ কর্ম্মে আপাততঃ সুখলাভের সম্ভাবনা দেখিলেও লুব্ধ হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেক না।

ধর্ম্মই এক মঙ্গল সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ। ধর্ম্ম ব্যতীত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া শান্তি লাভ করিবেক, বিদ্যাতে অনুরক্ত হইয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিবেক, কাহাকেও হিংসা না করিয়া সুখী হইবেক।

যাহার নিকটেই হউক কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিলেই গ্রহণ করিবে, অভিমান বশতঃ তাহা অগ্রাহ্য করিবেনা; যাহা কর্ত্তব্য সত্বর হইয়া তাহা সম্পাদন করিবে; দীর্ঘসূত্রী হইয়া কাল বিলম্ব করিবে না, হিত বাক্যে অবহেলা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রতা কেবল অনুতাপের কারণ। কাহারও সহিত বিবাদ করিবেনা। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবকে আদর্শ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিবে এবং ক্ষমা ও প্রীতির সহিত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিবে; উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে; কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না; যে ব্যক্তি অন্যকৃত উপকার গ্রহণ

করিয়াও তাহার নিমিত্ত নিজ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করে না, উপকৃত হইয়াও সেই উপকার মনের সহিত মান্য করে না, অন্যকৃত মহৎ উপকারও লঘু বলিয়া ভাবে, অথবা উপকারীর সমুদায় উপকার বিস্মৃত হইয়া তাহার অপকারের কামনা করে, সাধুগণ তাহাকে নরাধম ও পামর বলিয়া পরিগণিত করেন।

সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, প্রিয় ঘটনাই হউক, আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্ব্বদা এই লক্ষ্য রাখিবে, যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। হৃদয় অভিভূত হইলেই কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় ও অবস্থা স্রোতে নিমগ্ন হইয়া নানা অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতিমাত্র হর্ষ ও অতিমাত্র বিষাদ উভয়েই বিবেক শক্তিকে অপহরণ করে। অবিবেকী মনুষ্য কার্য্যাকার্য্যবিমূঢ় হইয়া নানা অনর্থে নিপতিত হয়। ঈশ্বরকে সকলের মূলাধার জানিয়া সম্পৎ কালে নম্র হইয়া থাকিবেক এবং বিপদ্ কালে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবেক। যে সকল অপ্রিয় ঘটনা অপ্রাতিবিধেয়, তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বহন করিবেক।

দারিদ্র-দুঃখে নিপতিত লইলে দুর্ব্বল-হৃদয় মনুষ্য ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া জীবিকা লাভের চেষ্টা পায়, কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইয়া যায় যে এক্ষণে যাহা দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া মনে হইতেছে পরিণামে তাহাই

ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত করিয়া দিবে, অতএব যদি দুঃখের ভরে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, তথাপি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে অপবিত্র করিবেক না। যাহাতে মনস্তাপ ও হৃদয় বেদনা ভোগ করিতে হয়, এমন ঘটনা সংসারে প্রতিনিয়তই উপস্থিত হইতেছে; লঘু-চিত্ত মনুষ্যগণ তাদৃশ ঘটনায় মনস্তাপে অভিভূত হওয়াতে শ্রীভ্রষ্ট, বল ভ্রষ্ট, বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভাগ করে, অতএব মনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। হৃদয় মন্দিরে অনবরত বিরাজিত আনন্দময় ঈশ্বরের সহবাস সর্ব্বপ্রকার সন্তাপের মহৌষধ জানিবে।

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা না থাকিলে পাপের উপর জয়লাভ করা দুঃসাধ্য হইবে; পাপের মোহিনী শক্তি মনুষ্যকে সহসা বিমোহিত করে, পাপ ত্যাগের কঠোর প্রতিজ্ঞাও শিথিল করিয়া দেয়. এবং বলপূর্ব্বক মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। পাপানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে তাহাতে বুদ্ধি বিবেক সকলই দগ্ধ হইয়া যায়, অতএব ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া দৃঢ় ব্রত হইবেক, তদ্ব্যতীত পাপ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই পরিপূর্ণ হইবে না। বাক্যে বা কর্ম্মে যে পরিমাণে পুণ্যাচরণ করিবে সেই পরিমাণে আত্মাতে পবিত্রতা সঞ্চিত হইবে এবং যে পরিমাণে পাপ করিবে সেই পরি-

মাণে মলিনতা উৎপন্ন হইবে, অতএব কায়মনোবাক্যে শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবেক।

যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয় তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে; এক বিষয় হস্তগত কর, আবার বিষয়ান্তরে মন প্রধাবিত হইবে, এবং তাহা লাভ করিলে পুনর্ব্বার অন্য বিষয়ের জন্য লালায়িত হইবে। পণ্ডিতেরা বিষয় তৃষ্ণার এইরূপ প্রকৃতি দর্শন করিয়া সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক সুখী হয়েন। স্থূলদর্শীরা তাহা না জানিয়া বাহ্য আড়ম্বরই সুখের কারণ বলিয়া স্থির করে, এবং সেখানে অত্যধিক সুখ আছে বলিয়া বোধ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে বাহ্য বিষয়ের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও সুখ ও দুঃখ ভোগের পরিমাণ সর্ব্বত্রই সমান। এই জন্য তাহারা সুখ রত্নের স্পর্শ-মণি-স্বরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই অসুখিত থাকে। বাসনা যত বৃদ্ধি পায় ততই আমাদিগের অভাব বোধ হয়।

যিনি অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল ধন স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্তই ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি চিরকালই দুঃখী, চিরকালই দরিদ্র। যিনি বাসনাকে দমন করিতে পারেন তিনিই ঐশ্বর্য্যবান্ এবং যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সুখী। অহরহঃ আপনাকে শিক্ষা দান করিবে, আপনাকে শাসন করিবে ও আপনাকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবে। যিনি

আপনার ইন্দ্রিয়গণ ও মন বশীভূত করিতে পারেন তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না; যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকেই যন্ত্রণা। তিনি যে কেবল নিজের বিপদেই যন্ত্রণা ভোগ করেন এমন নহে, অন্যের সৌভাগ্যও তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে।

মাতা, পিতা, ভ্রাতা ভগিণী ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবার গণের সহিত সম্বন্ধ মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে অতএব যিনি সেই শুভাবহ সম্বন্ধের যোজয়িতা, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া মোহপাশে আবদ্ধ হইবেক না, তাঁহাতেই যোজিত-চিত্ত হইয়া সংসার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎ কালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবেক, বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেক। পিতা মাতাকে স্নেহ দানে ও প্রতিপালনে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিবে এবং সেই আন্তরিক সম্মান তাঁহাদের সেবাতে প্রদর্শন করিবে। পিতা মাতার সেবাতে পুণ্য লাভ হয়, তাহা না করিলে প্রত্যবায় জন্মে; বিশ্ব পিতা অখিল মাতা পরমেশ্বর পিতা মাতা দ্বারা আপনার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রদর্শন করিতেছেন; তাঁহার দৃষ্টিতে পিতৃ মাতৃ সেবা অতি মহৎ ও অতি পবিত্র কর্ম্ম।

কদাপি পিতা মাতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিবেক না। কোমল বচনে ও বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের

সহিত সম্ভাষণ করিবেক। ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেক এবং আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের আদেশ বাক্যের প্রতীক্ষা করিবেক। অহরহঃ তাঁহাদের শুভানুধ্যান ও হিতানুষ্ঠান করিবেক, তাঁহারা যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহা সম্পাদন করিবেক। যদি তাঁহাদের কোন আজ্ঞা অন্যায় বোধ হয় তাহা অস্বীকার করিবার সময় সমধিক নম্রতা, বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করিবেক, আপনার সুখ ভোগের বাসনা খর্ব্ব করিয়াও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবেক। ইহাই সৎ পুত্রের লক্ষণ, এইরূপ পুত্রই পরম পিতা ঈশ্বরের সৎপুত্র হয়েন। এইরূপ পুত্র দ্বারা কুল পবিত্র হয়। পিতা মাতা সন্তানের জন্য যেরূপ ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ ভোগ করেন, পুত্র উপযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে আমৃত্যু তাঁহাদের সেবা করিলেও তাহা পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাদিগের অমায়িক স্নেহ ও অচলা সহিষ্ণুতা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে থাকিবেক, আমরণ তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেক এবং তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও তাঁহাদিগের প্রিয় কামনা সকল পূর্ণ করিতে যত্নশীল থাকিবেক।

সংসারে আসিয়া যাঁহাকে যেরূপ কার্য্যভার বহন করিতে হইবে, সর্ব্বদর্শী মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর তাঁহাকে তদনু-যায়ী ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীগণ গর্ভধারণ, শিশু-

দিগকে পোষণ ও প্রতিপালন করিবেন, এই জন্য সেই অখিল-মাতা পরমেশ্বর আপনার স্থকোমল মাতৃভাবে তাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের শ্রী-স্বরূপা করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের প্রতি যত্ন, সমাদর ও সন্তোষ প্রদর্শন করি-বেক। পতি ও পত্নী, কি ধর্ম্মে, কি সাংসারিক কার্য্যে, কি ভোগে, পরস্পরকে অতিক্রম করিবেক না; পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহ কর্ম্মিণী হইবেন ও সহ ভোগিণী হইবেন। স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপ-দেশ এই যে ধর্ম্মার্থ-কাম বিষয়ে তাহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না, কায়মনোবাক্যে দাম্পত্য-সম্বন্ধ প্রতিপালন করিবেন।

স্ত্রী ধর্ম্মার্থ-ভোগ বিষয়ে স্বামীকে আপনার নেতা করিয়া ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগতা হইয়া চলিবেন, তাহাতে স্ত্রীর কোমল স্বভাব বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবে; তিনি স্বামীকে আশ্রয়-তরু ও আপনাকে আশ্রিতা লতা বিবেচনা করিবেন, প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃতা থাকিবেন, এবং তাহাতে স্থনিপুণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন। যে পরিবারে দ্বেষ, ঈর্ষা ও বিবাদ বিসম্বাদ প্রবিষ্ট হয়, সুখ ও সন্তোষ তথা হইতে পলায়ন করে এবং সে পরিবার শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, অতএব গৃহিণী তদ্বিষয়ে সাবধান হইবেন; যাহাতে সমুদায় পরি-বারের মধ্যে শান্তি থাকে তাহার উপায় বিধান করিবেন;

সকলের কল্যাণ কামনা করিবেন এবং সকলের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যাবহার করিবেন। অসার কথা পরিত্যাগ করিয়া মিতভাষিণী হইবেন, সারবৎ মধুর বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবেন। কোন বিষয়ে অনাবশ্যক ব্যয় করিবেন না, এবং আবশ্যক ব্যয়ে সংকুচিত হইবেন না, যাহাতে ধর্ম্মের ও সংসারিক কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় তাদৃশ আচরণে ও তাদৃশ আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইবেননা। স্বামীর প্রিয় ও হিত কারিণী, সদাচারা এবং জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রীর প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট থাকেন; ঐরূপ স্ত্রী ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থা হয়েন এবং তাঁহার কীর্ত্তি পৃথিবীতে অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে সাধু কর্ম্মে উৎসাহ দান করে। যে স্থানে অভদ্র দর্শন ও অভদ্র শ্রবণে মন কলুষিত হইতে পারে, যে সকল আমোদ-প্রমোদে ধর্ম্ম-ভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপ প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। যাহাদিগকে অপবিত্রতা ভাল লাগে ও যাহারা অপবিত্রতাতে মগ্নহইয়া আছে তাহাদের সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য; পাতিব্রত্য ধর্ম্মে যাহাদের অনুরাগ নাই তাহাদের স্বভাব অতি ভয়ানক, এই সকল কারণে দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা কবিবেক। পাপ সংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে। অন্তঃকরণেই পাপের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে

ক্রমে ক্রমে কার্য্যও পাপময় হইয়া উঠে; অন্তঃকরণ পবিত্র থাকিলেই কার্য্য পবিত্র হয়, অতএব স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিবেক, তাহাহইলে তাহাদিগের মন ধর্ম্মরূপ দুর্গে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক।

সকলের প্রতিপালক পরমেশ্বর ভক্ষ্য, পেয় প্রভৃতি যে সকল ভোগ্য বস্তু প্রদান করিবেন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কলত্র, বন্ধু বান্ধব ও দাস দাসী প্রভৃতি কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া তাহা যথাযোগ্য রূপে সকলের সহিত বিভাগ করিয়া ভোগ করিবেক। অশন, বসন প্রভৃতি কোন বিষয়ে আত্মম্ভরি হইবেক না, সমুদায়ই যে কেবল নিজের ভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেক না, প্রত্যুত অবশ্য পোষ্য ও আশ্রিতগণের অভাব সকল ন্যায়ানুসারে পরিপূর্ণ করিয়া দুঃখ ভারাক্রান্ত দীন দুঃখীদিগকে দান করিবেক। আপনাকেও সুখভোগে বঞ্চিত করিবেক না; কৃপণতা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশে আপনার শরীর ও মনকে ধর্ম্মানুমোদিত সুখভোগ দ্বারা পোষণ করিতে থাকিবেক। কাহাকেও হিংসা করিবেক না।

আত্মপ্রসাদ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল, আত্মপ্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়। আত্মা প্রসন্ন থাকিলে

সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। বিষয় সুখে মন সুখী হইতে পারে, কিন্তু আত্মাতে যদি গ্লানি থাকে তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয় সুখও ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং যাহাতে আত্মপ্রসাদের হানি হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে।

কেবল বিদ্যা থাকিলেই জিতেন্দ্রিয় ও সাধু বলা যায় না। যিনি কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলের অধীন হইয়া চলেন, তিনি বিদ্বানই হউন, বা মূর্খই হউন, তাঁহাকে ধর্ম্ম পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে আন্তরিক রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন করিতে হইবেক।

পাপ কামনা, পাপ বুদ্ধি, এবং পাপজনক বাক্য ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্ব প্রকারে নিষ্পাপ থাকিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করাই তপস্যা। ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে, এবং ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করে তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায়।

পরশ্রী কাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার মনের আরাম থাকে না; সকল প্রকার উন্নত লোককে তাহার শত্রু তুল্য বোধ হয়। অতএব বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা মহানুভবতা বৃদ্ধি করিয়া ঈর্ষাকে জয় করিবেক। সক-

লের মঙ্গলের মধ্যে আপনার মঙ্গল সন্নিবিষ্ট জানিয়া ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিবেক। সর্ব্বদা সরলভাবে অবস্থান করিবেক। সরলতা নিজেই একটী অসামান্য সাধুতা। অধিকাংশ সাধুগুণ সরলতার নিত্য সহচর; সরলতা সুরক্ষিত হইলেই তৎসমুদয় সুরক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয় বাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু গূঢ়রূপে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকে তাহাকে শঠ কহে। শঠতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সকলের হিতানুষ্ঠান ও শুভানুধ্যান করিবেক। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। সর্ব্বদা ক্ষমাবান থাকিবে। বৈরনির্য্যাতনের সঙ্কল্প একবারে পরিত্যাগ করিবে। প্রত্যুপকার করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যকৃত অপকারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই যথার্থ ক্ষমার কার্য্য।

পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় দেখিবে এবং মূল্য হীন মৃৎপিণ্ডের প্রতি চিত্ত যেমন নির্লোভ থাকে, সেইরূপ পর দ্রব্যে নির্লোভ হইয়া থাকিবে। আপনাকে যেমন প্রীতির সহিত দেখ, সেইরূপ আর সকলকে প্রীতির সহিত দেখিবে। অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হইবে। কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; যে ব্যক্তি অবজ্ঞাত হয় তাহার বাস্তবিক তত অনিষ্ট হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি অবমাননা করে সেই অপরাধী হয়।

অত্মশ্লাঘা মহাদোষ। আত্মকৃত পরোপকার ক্রিয়া আপনার মুখে ব্যক্ত করিবেক না, তাহা হইলে তাহার গৌরব ও মহত্ত্ব বিলুপ্ত হয়। মূঢ়েরা পৌরুষের কার্য্য অপেক্ষা আত্মশ্লাঘা করিতে অধিক ভাল বাসে। ধীরগণ মৌনী থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন এবং সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিয়া থাকেন।

গোপন রাখিবার নিমিত্ত যাহা কথিত হইবে তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবেক না, করিলে বিশ্বাসঘাতক হইতে হয়। কেহ যদি বন্ধুতা কালে গোপনে রাখিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিয়া থাকে, পশ্চাৎ তাহার সহিত বন্ধুতার বিচ্ছেদ হইলেও সেই গুপ্ত কথা যত্নপূর্ব্বক গোপন রাখিবে।

হিতকর বাক্য সর্ব্বদা সকলের প্রীতিকর হয় না এবং প্রিয় বাক্যও অনেক সময়ে অহিতকর হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি শ্রোতার অসন্তোষ ভয়ে হিত বাক্য না বলেন, তিনি যথার্থ হিতৈষী নহেন এবং যিনি অপ্রিয় বলিয়া হিত বাক্য না শুনেন, তাঁহাকে দুঃখ পাইতে হয়। অত-এব সকলের হিতৈষী হইয়া হিত বাক্য কহিবেক এবং কেহ হিতোপদেশ প্রদান করিলে অপ্রিয় হইলেও শান্ত হইয়া গ্রহণ করিবেক।

ধন, মান, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও ধর্ম্ম কোন বিষয়ের নিমিত্তই লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবেনা, মনকেও

গর্ব্বিত হইতে দিবে না। গর্ব্বের উপক্রম দেখিলেই নিজের পতন সন্নিকট জানিয়া স্থিরভাব অবলম্বন করিবে। যেমন আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেইরূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী কর; তুমি যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্যেকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না। এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে, কেন না সুখ দুঃখ আপনাতেও যেরূপ অন্যেতেও সেইরূপ। এইরূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায়।

মিত্রের বিশ্বাসঘাতী হইয়া তাঁহার মুক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি সাধন করা, সাক্ষ্যাৎ সম্বন্ধে বা পরোক্ষে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করা মিত্রদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হয়; মিত্রদ্রোহরূপ মহাপাতক হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিবেক।

মনের মধ্যে যদি অসৎ অভিসন্ধি থাকে, তবে তাহাই দুষ্টভাব। দুষ্টভাব ও অসৎ ইচ্ছা হইতে কখন সৎ-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না। স্বার্থশূন্যতা বড়ই প্রশংসনীয়। সাধু ব্যাক্তিগণ স্বার্থপরতাকে লজ্জাকর জ্ঞান করেন। নীচাশয় ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বার্থপরতা যৎপরোনাস্তি প্রবল। স্বার্থ-শূন্য হইয়া কার্য্য করিলে হৃদয়পদ্ম বিকসিত হইয়া উঠে এবং সেই পদ্মে দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

হইয়া যায়; সাধুগণ সেই দেবতার পূজা ও ধ্যানে নিবিষ্টমনা হইয়া তপঃসিদ্ধিলাভ করেন। সাধুগণ আত্মপর বিবেচনা না করিয়া সকলকেই অভিন্ন দেখিয়া থাকেন। নিঃস্বার্থ-ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে সকলেই আপন বলিয়া জানে, তজ্জন্য তিনি কোন স্থানে ভীত না হইয়া সর্ব্বত্রই শান্তি অনুভব করেন। যাহাদিগের মন লোভ এবং স্বার্থে অভিভূত তাহাদিগেরই সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে; যাহার চিত্ত সর্ব্বদা আশঙ্কাযুক্ত, সেই দুঃখী, যাঁহার কোনরূপ আশঙ্কা নাই তিনিই সুখী। অন্যকে আপন ভাবিলে সে কেন তাঁহাকে পর বিবেচনা করিবে? যাঁহারা পরের হিত কার্য্য করেন, সেই সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা শঙ্কা রহিত; অতএব যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বভূতের হিতকারী ও ঈশ্বরপরায়ণ সেই সকল ব্যক্তিই নিঃসন্দেহ মনোভিস্ট লাভ করেন। দোষবর্জ্জিত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, পরোপকার তৎপর, পরনিন্দা-বিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সাধারণের বন্দনীয়। মনোভূমি প্রীতিরসশূন্যা থাকিলে তথায় ধর্ম্মাঙ্কুর উদ্গত হইতে পারে না। ধর্ম্ম কার্য্য পবিত্র ধর্ম্ম বীজেরই শুভময় ফল। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সকলের সম্মান ও গৌরব করা উচিত। কাহারও কোন ত্রুটী দেখিলে অতি মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক, কাহার সমক্ষে তাহার ত্রুটীর বিষয় উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিতে নাই। এই

প্রকার ধীরতা ও উদারতার সহিত ব্যবহার করিলে অপরাধী ব্যক্তির দোষ সংশোধন হয় ও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। প্রীতি, ভক্তি এবং উৎসাহ দান দ্বারা যে সাহায্য হয় তাহা অর্থ সাহায্য অপেক্ষা অনেক অধিক।

ভক্তি ও শ্রদ্ধা সকল সিদ্ধির কারণ। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা অভিলাষ পূর্ণ হয়। শ্রদ্ধাহীন কর্ম্ম দ্বারা কেহই সন্তুষ্ট হয়েন না। যাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তি শৈশবে শিক্ষনীয় এবং পিতা মাতাই প্রথম হইতে ভক্তির আস্পদ হইয়া ঐ ভাবটীকে অঙ্কুরিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিতে পারেন। শ্রদ্ধাভক্তি হীন অন্তঃকরণ অবশ্যই নীরস ও তিক্ত হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে কঠিন হৃদয়, স্বার্থপর, বিরক্ত চিত্ত এবং ক্রোধনস্বভাব হইয়া উঠে, অতএব ঈদৃশ ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া কিরূপে ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিবে? আর যাহা ধর্ম্মোন্নতির অনুকূল নহে, তাহা কি প্রকারেই বা সুখের কারণ হইতে পারে?

কি বল, কি তেজ, কি যশঃ, কি বিদ্যা, কি সাধুতা অন্যায় ধনতৃষ্ণা অতি ত্বরায় সকলকেই বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই জন্য ধনার্জ্জনের বিবিধ উপায় শিক্ষা করিয়াও ধন লালসায় নিতান্ত বিমুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। অতিরিক্ত

ধনতৃষ্ণা কদাপি শান্তি প্রদান করিতে পারেনা। ফল-কথা ধনোপার্জ্জনই বল আর ধর্ম্মোপার্জ্জনই বল, ন্যায়ানু-গামিতার সহিত থাকিলেই সমস্তই রক্ষা পায়।

দরিদ্রতা অবনতির লক্ষণ। সমাজের উন্নতির ইচ্ছা থাকিলে সমাজস্থ লোকের যাহাতে অবস্থার উন্নতি হয় তাহার উপায় বিধান করা উচিত, কিন্তু অসন্মার্গে থাকিয়া যেন অর্থ উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত না হয়; কারণ পৃথিবীত চিরকালের বাসভূমি নয়—সাংসারিক সুখ দুঃখত অধিক কাল স্থায়ী হয় না—অতএব পার্থিব বিভব সঞ্চয় করিতে গিয়া যেন অধর্ম্ম সঞ্চিত না হয়। যখন শরীর ক্ষণ-ভঙ্গুর, সম্পদ অচিরস্থায়ী ও মৃত্যু নিত্য-সন্নিহিত, তখন ধর্ম্ম-সঞ্চয় সবিশেষ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অনিত্য বিষয়ে আশক্ত হইয়া সংসারে লিপ্ত থাকে তাহার কোন কালে সংসার বন্ধন খণ্ডন হয় না।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগৎ বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণ-ভঙ্গুর জানিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন তিনি প্রকৃত সাধু ও ধার্ম্মিক; নানা ক্লেশময় এই অসার সংসার এক দিন অবশ্যই বিলীন হইবে। যাহারা সর্ব্বদা ধনাশায় অভিভূত, তাহাদিগের হৃদয় সতত মহামোহে আচ্ছন্ন। কি আশ্চর্য্যের বিষয় কোন কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ, দন্ত এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইলেও ধনলালসা তরুণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চরিত্রবান্

বক্তির চরিত্র সাংসারিক ঘটনার দ্বারা কোনরূপ বিচলিত হয় না, প্রায় কোন ঘটনাই তাঁহার মনের কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। চরিত্রবান্ মনুষ্য মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া সকল প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসার অতিক্রম করেন। সংসারে বহুদর্শন দ্বারা প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যে সকল আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই আদর্শ করিয়া চলা ব্যক্তি মাত্রের কর্ত্তব্য।

শৈশব কালের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা যেমন বালকগণকে সৎপথে নিয়োজিত করে, বয়োবৃদ্ধি হইলে, তেমন সক্ষম হয় না। যদি পিতা মাতা সন্তানগণকে শৈশবকাল হইতে নীতি শিক্ষা করান, তাহা হইলে অতি সহজে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হইতে পারে। যাহাতে সন্তানগণ ধর্ম্মশীল ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে, এরূপ জাতীয় শিক্ষা দান পিতা মাতার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা আপনাপন জাতির বিশেষ ধর্ম্ম এবং গুণের দ্বারাই স্বীয় বংশধরদিগকে বিভূষিত করিতে চাহেন; মুসলমান আপনার সন্তানকে মুসলমান করিবারই চেষ্টা করেন, ইংরাজ আপন সন্তানকে ইংরাজ করিবার নিমিত্তই যত্ন করেন এবং তাহাই করিয়া থাকেন। অতএব প্রথমে পিতা মাতার সন্তানগণকে জাত্যনুযায়ী নীতি শিক্ষা প্রদান অতীব আবশ্যক। মনুষ্যগণ প্রথম হইতে ধর্ম্ম-নৈতিক উপদেশে সুশিক্ষিত

না হইলে চরিত্র গঠনের বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। পুরাকালে আর্য্য শিষ্যেরা গুরু গৃহে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ প্রভৃতি ধর্ম্মলক্ষণ শিক্ষা করতঃ দার-পরিগ্রহানন্তর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। আহা! এক্ষণে সে দিন কোথায়?

গৃহস্থব্যক্তি ঈশ্বরে সংযোজিত চিত্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত এবং বিপদকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। যশঃ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তির আশা বিস-র্জ্জন দিয়া নিঃস্বার্থভাবে আপনাকে ঈশ্বরের সেবক ও আজ্ঞাধীন ভৃত্য জানিয়া কেবল তাঁহারই কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিবেন। গৃহস্থাশ্রম অন্য সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থগণের দ্বারা আত্মীয় স্বজন প্রতিপালিত হয়, আত্মপর সকলের উন্নতি ও উৎকর্ষ সংসাধিত হয়, নিরুপায় নিরাশ্রয় ব্যক্তিবর্গ পোষিত ও সুরক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব এই আশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। যথাশক্তি অন্ন দান, সকলকে সমাদর, রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান গৃহাশ্রমের পরম ধর্ম্ম।

সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই তদন্তর্গত ব্যক্তিগণের প্রকৃত শিক্ষার বিষয়। পরবর্ত্তী

পুরুষেরা সৎপথাবলম্বী হইয়া যাহাতে ঐ সকল প্রয়োজন সাধনে সক্ষম হয়, তাহার উপায় করিয়া দেওয়াই আমাদিগের প্রকৃত শিক্ষা দান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সদাচার ও সদনুষ্ঠান।

বর্ত্তমান সমাজের ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রই প্রায় আধ্যাত্মিক ব্যাপার পরিশূন্য হইয়া বাহ্যিক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তত্তাবতের অনুষ্ঠানে অনেক সময়ে কোনই ফলোৎপ ত্তিলক্ষিত হয় না। আত্মার উন্নতি সাধনে আধ্যাত্মিক ব্যাপারই মুখ্য কারণ, বাহ্যিক প্রক্রিয়া তাহার সহায়ীভূত গৌণ কারণ মাত্র। সুতরাং মুখ্য কারণ উপেক্ষা করিয়া কেবল গৌণ কারণের অনুষ্ঠানে কার্য্য সফল হইবে কেন? পূজা আহ্নিকাদি করা হয় সত্য, কিন্তু কেবল পত্র, পুষ্প, ও নৃত্যগীতাদি বাহ্যিক আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ; হৃদয় দ্বারা একবারও তাঁহার নিকট উপনীত হইতে পারিলাম না, অশ্রুপরিপ্লুত লোচনে মনের দুঃখ তাঁহাকে জানাইতে শিখিলাম না,

মর্ম্মভেদী কুপ্রবৃত্তি সকল তাঁহার নিকট বলিদান করিলাম না, সুতরাং ফলের প্রত্যাশা কোথায় ? সদানুষ্ঠান যুগপৎ বাহ্যিক এবং মানসিক অনুষ্ঠিত হইলেই আত্মাকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয়; ইহাদের একটীর অভাবে আর একটী ফল দানে অসমর্থ। যাঁহারা প্রকৃত আত্মোন্নতির অভিলাষী তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মুখ্য লক্ষ্য রাখিয়া বাহ্যিক ক্রিয়াকে আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সহায় মাত্র জানিয়া সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও সদাচারাদি না থাকিলে কেহ কদাচ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। পক্ষীর দুইটী পক্ষ না থাকিলে যেমন এক পক্ষে আকাশে উঠিতে পারে না, তদ্রূপ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অনুষ্ঠান ভিন্ন মনুষ্য জগৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিদাকাশে উঠিতে সমর্থ হয় না। অতএব কুসংস্কারাপন্ন সামাজিক কদাচারগুলি উপেক্ষা করিয়া বাস্তবিক আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেই আত্মা চরিতার্থ হইতে পারে। আর্য্য শাস্ত্রই প্রকৃত উন্নতি প্রার্থীর মুখ্যতম সোপান। মহৎ জনের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমাজ তাহার অনুকরণ করিতে সতত ইচ্ছুক। এই প্রকার ইচ্ছার বারম্বার অনুশীলনের নাম অভ্যাস। ইহাতে তন্মনস্কতার নাম একাগ্রতা;

এবং ইহার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত জগতের জঘন্য বৃত্তি সমূ-হের বিদূরণের নাম ত্যাগ। এই প্রকার ত্যাগশীল কামনা শূন্য মহাপুরুষের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের চতুপার্শ্বস্থ বৃহৎ হইতে নিতান্ত ক্ষুদ্র পদার্থ পর্য্যন্ত বিশ্বপতির পূর্ণতা প্রকা-শক ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। ইতর বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা পৃথিবীর পাপ রাশি দিন দিন বৃদ্ধি করে সমাজের নিকট চির দিনই তাহারা ঘৃণ্য। যাঁহারা অণু-ক্ষণ পাপের প্রতিযোগী হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন অধর্ম্মের পরাক্রমে তাঁহাদিগকেও স্খলিতপদ হইতে হয়। প্রকৃত সদনুষ্ঠানের অভাবে আমাদের হৃদয় দিন দিন ক্ষুদ্রভাব ধারণ করিতেছে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা বিশেষরূপে দর্শন করিলে মনে হয় আমরাই কি সেই স্বার্থত্যাগী, পরহিতপরায়ণ, তপশ্চারী মহাত্মাদিগের বংশধর! ইহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। আহা! যে ভারতে বেদ রামায়ণের সৃষ্টি হইয়াছে, যে ভারতে সদা-চার ও শুদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল, যে ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞানের পূর্ণ জ্যোতিঃ প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, যে ভারতে সত্য ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাই কি সেই ভারত? তাঁহাদের যশঃ প্রতিপত্তির সীমা ছিল না এবং সেই জন্য তাঁহারা মনুষ্য হইয়াও দেবতা। তাই বলিতেছি, এই ভগবৎস্বরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চিরদিনের জন্য নির্ব্বিঘ্ন ও নিরাপদ হও।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ সংসারাশ্রমকে প্রধান আশ্রম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, সংসারের মধ্যে থাকিয়া সমগ্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করা ধর্ম্ম-বীরের কার্য্য। পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য, স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য, প্রতিবাসীগণের প্রতি কর্ত্তব্য এবং আপামর সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য যিনি সম্যকরূপে পালন করিতে পারেন, তাঁহার ক্ষমতা সামান্য নহে। তিনি একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সংসাররূপ সাম্রাজ্যকে শাসন করিবার জন্য মনুষ্যের ধর্ম্মবল প্রয়োজন। সংসারমধ্যে থাকিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনা করতঃ অনেক জ্ঞান লাভ করা যায় বটে, কিন্তু নানা স্থান দর্শন না করিলে, নানা প্রকার লোকের আচার ব্যবহার ও হৃদগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে যে সকল মহাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে না পারিলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। শাস্ত্র হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা ভূয়োদর্শনের অভাবে সুদৃঢ় হইতে পারে না। বিশেষতঃ মনুষ্যের স্বভাবই এই যে প্রত্যহ এক প্রকার পদার্থ ও এক প্রকার মনুষ্য দর্শনে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে কি না আশ্চর্য্য? আমরা প্রতি দিন যাহা দেখি তাহাতে কি ধর্ম্ম ভাবের উদ্দীপন হয় না? প্রভাত কালীন

সূর্য্যের জবাকুসুমসঙ্কাশরূপ, পূর্ণিমা রজনীর চন্দ্রমার রজতময়ী কান্তি এবং তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথে নক্ষত্রমালা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বিশ্বপতির অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি এ সমুদায় দর্শন করিয়া ঈশ্বরের সত্ত্বা অনুভব করে এবং তাঁহার উপাসনায় নিমগ্ন হয়? সংসারের জ্বালায় সকলে দীপ্তশীরা হইয়া হাহাকার করিতেছে; এমন সংযত আত্মা কে যে এ যাতনাকে তুচ্ছ করিয়া ভগবানের প্রতি মনোনিবেশ করে? বিশেষতঃ প্রতি দিন নয়ন গোচর হইতেছে বলিয়া সকল পদার্থ কি কাহাকেও আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়? মনুষ্যসৃজনে কি বিশ্ববিধাতার সামান্য ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে? রমণীগর্ব্ভে জীবের সঞ্চার হইতে পূর্ণ অবয়বে পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কত কৌশল কত মঙ্গলভাব প্রতীয়-মান হয়, তাহা কে আলোচনা করিয়া থাকে? মনুষ্যের বিষয়জড়িত মনকে নব নব ভাবে পূর্ণ করিবার জন্য নানা স্থান দর্শনের প্রয়োজন। এজন্য আমাদের বিজ্ঞ শাস্ত্র-কারেরা তীর্থদর্শনের ফলমাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে নানা স্থান দর্শন করা শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। তাঁহাদের ব্যবস্থা-মত চলিলে সাংসারিক ও পারমার্থিক উভয় বিধ জ্ঞানই লাভ হইয়া থাকে। ভগবানের উপাসনা ও গুণানুবাদ করি-বার জন্যই এ দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়াছি। কেবল আহার,

নিদ্রা, মৈথুন জন্য এ দেহ প্রাপ্ত হই নাই। সংসারে যে কোন ব্যক্তি যাহার দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপকৃত হয়, সে আমরণ তাহার উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞ থাকে ও অহর্নিশ তাহার গুণকীর্ত্তন করে; আর আমরা এমন কৃপানিধানের দয়ায় অহর্নিশ পালিত ও রক্ষিত হইয়াও অনায়াসে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি; একি আমাদের সামান্য ভ্রম? একি সামান্য মূর্খতা? এখানে আমরা কয় দিনের জন্য আসিয়াছি, এ তো আমাদের বিদেশ। এই বিদেশে সুখ সাধনের জন্য মায়াকল্পিত অনেক প্রকার দ্রব্য সম্মুখে দেখিতেছি ও উপভোগ করিতে পাইতেছি, কিন্তু হৃদয়ের চঞ্চলতা কিছুতেই যাইতেছে না। যাহা পাইলে আর কিছুই পাইবার ইচ্ছা থাকে না এরূপ যথার্থ আনন্দ কিছুতেই পাইতেছি না, সুতরাং সদাই চিন্তা সাগরে নিমগ্ন।

ঈশ্বরের অনন্ত লীলা আমাদের সামান্য বুদ্ধির গম্য নহে। তাঁহার গুহ্যতম অভিপ্রায় আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই। তাঁহার অভ্রান্ত নিয়মে জগৎ চলিতেছে। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার প্রণীত নিয়মাবলী ভ্রমপ্রমাদশূন্য। আমাদের সামান্য বুদ্ধি তাঁহার রহস্যপূর্ণ কার্য্যের ভিতর প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ নহে। মনুষ্যমাত্রেই আপন ভ্রমও আপন দোষ দেখিতে পায়না, তাই তাঁহাতে দোষারোপ করে; হয়ত এমন কোন কর্ম্ম ছিল

যাহার ফলে আজি আমার এ দুর্গতি ঘটিল, ইহা মনে করা উচিত। যিনি আমাদের সকল বিপদ নিবারণ করেন, তাঁর প্রতি যেন ভক্তি থাকে ; তিনি ভিন্ন জীবের গতি নাই। যত দেখিতেছ সকলই তাঁর খেলা। প্রাণ ভরিয়া সেই মধুমাখা নাম লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলে সকল বিপদ অতিক্রম করিতে পারা যায়। বিপদান্তে, সুখে, দুঃখে সদাই যেন তাঁহার নাম মুখে আনিতে পারি এই জন্য মহর্ষিগণ নির্দ্দিষ্ট মালাযপ ও নামকীর্ত্তন অতীব আবশ্যক।

প্রকৃতির সম্যক পর্য্যালোচনা দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল আর্য্যগণের বোধগম্য হইয়াছিল ধর্ম্মপ্রণালীতে তাহাই নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অবলম্বিত আচার ও ধর্ম্মপ্রণালী বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাক্ষাৎ প্রকৃতির আদেশ বলিয়া বোধ হয়। অতএব আর্য্য মহর্ষিগণপ্রদর্শিত ধর্ম্ম ও আচার প্রণালী রক্ষা করিয়া চলিলে শরীর দৃঢ়, মন সবল এবং গৃহ পবিত্র থাকে। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ব্রতগুলি ও ব্রত পালনার্থ উপবাসাদিও আমাদের মঙ্গলের কারণ। কোমল এবং কঠোর উভয় প্রকার গুণের মিলনে সৎকার্য্য ও ধর্ম্মের উৎপত্তি ; কোমলগুণগুলি কঠোর গুণগুলির অভাবে থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও অনুসরণীয়। অতএব সেই

মহাত্মাদিগের আচরিত কঠোর ব্রতাদি পালন করিয়া চলিলে গৃহস্থলী ও সমাজ সুখ, শান্তি, এবং ধর্ম্ম প্রসব করিতে থাকিবে। যে ব্রতের অনুষ্ঠানে মনে আনন্দ,প্রেম, ও ভক্তি সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়, পবিত্র মন্দিরে যে ব্রত সম্পন্ন করিলে স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়, শয়নে, স্বপনে যে ব্রতের পবিত্রভাব হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ উথলিয়া উঠে, যে ব্রতের অনুষ্ঠানে আদিপুরুষ স্বর্গীয় লোক পর্য্যন্ত আনন্দে নাচিতে থাকেন, সেই ব্রতই মহাব্রত, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই অমৃতময় সরস ব্রতের মহিমা কয়জনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? এবং কয়জনেই বা এই মহাব্রত সকলের অমিয় মধুমাখা ভক্তিরসপূর্ণ সুললিত স্তোত্র ও মন্ত্রের গূঢ়ার্থ অবগত আছেন? ধন্য আর্য্য মহর্ষিগণ! আপনারা কিরূপে কর্ম্মকাণ্ডের বিধান দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের পথে লইয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর! ভক্তিরসপূর্ণ সরসস্তোত্র পাঠে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড মানবগণের ও মনে কোমলতা, সরলতা, ও মধুরতা উৎপন্ন হইয়া জ্ঞানের বিকাশ ও চিত্ত প্রফুল্ল হয়।

যদি আমরা ভোগ সুখে উন্মত্ত দুর্ব্বিনীত প্রকৃতিকে কখনও বশীভূত করিয়া ধর্ম্মবল উপার্জ্জন করি, তাহা কেবল আমাদিগের সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আচরিত [illegible]াণ্ডের অমৃতময় ফল। ধ্যান, ধারণা, যাগ, যজ্ঞ,

ব্রতাদি কর্ম্ম, জ্ঞান কাণ্ডের সোপান স্বরূপ, এবং সেই কর্ম্মজনিত জ্ঞানময় আলোকে আমরা এই জীবদ্দশাতেই মুক্তির সোপান দেখিতে পাই। যাহারা কেবল বিষয়সুখ প্রার্থনা করে, তাহারা কর্ম্মজনিত কষ্টভোগে অভিলাষী নহে। যাঁহাদের কর্ম্মে অনুরাগ হয় তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরানুরাগ জ্বলিয়া উঠে। সংসার-বিরাগী ব্যক্তির গৃহত্যাগ, অরণ্যবাস প্রভৃতি কঠোর ব্রত সমুদায়ও সুখকর বলিয়া বোধ হয়। আহা! সেই অবস্থায় তাঁহাদিগের সুচারু অঙ্গসৌষ্ঠব ও কর্ম্মক্ষম ইন্দ্রিয় সকল দেখিলে দেবতার ন্যায় দেখায়। ধর্ম্ম-রত্ন লাভের জন্য বিষয় সুখ অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে, পৃথিবীর খ্যাতি প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিতে কেবল সেই সনাতন আর্য্যজাতি সমর্থ হইয়াছিলেন। অপর জাতির তাহা স্বপ্নের অগোচর। মহাত্মা নল, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি তাহার আদর্শ।

যাহারা কেবল বিষয়-সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পবিত্র ধর্ম্মকে প্রার্থনা করে, তাহাদের লক্ষ্য অতি নীচ। প্রবলতর ভোগ ও বিষয়ানুরাগ খর্ব্ব করিবার জন্যই কর্ম্ম কাণ্ডের নির্দ্দিষ্ট যাগ যজ্ঞ ব্রতাদি অতীব প্রয়োজনীয় এবং সেই অমৃতময় কর্ম্ম কাণ্ডে যাঁহাদিগের অটল নিষ্ঠা আছে তাঁহারা পরম সৌভাগ্যবান তাহার কোন সন্দেহ নাই। অনেকানেক সদাত্মা অটলনিষ্ঠাসম্পন্ন ভক্ত

ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে আমরা যেন ভগবৎসেবাজনিত সুধারস অনবরত পান করি, মুক্তি ইচ্ছা করি না।

জ্ঞানের মূল ভক্তি, এবং সৎ কৰ্ম্ম হইতে ভক্তি জন্মে, এই জন্য ক্রিয়াযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয় না। অতএব সৰ্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ক্রিয়া-যোগে রত থাকা কৰ্ত্তব্য। সৰ্ব্ব প্রাণীর হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া কায়মনোবাক্যে সাধুগণনির্দ্দিষ্ট সদাচার ও সদনুষ্ঠানে রত হইয়া সেই দেবাদিদেব মহেশের অর্চ্চনা করাকেই পণ্ডিতগণ ক্রিয়াযোগ কহেন। আৰ্য্যগণনির্দ্দিষ্ট আচারপদ্ধতির বিশুদ্ধ মার্গ অনুসরণ করিলে সুখ, সম্পদ, শান্তি ও সৌভাগ্য বিধান হইবে। অতএব উহার উন্নতিসাধন কর এবং উহার আদেশানুযায়ী আচরণ কর, সর্ব্বদা শিক্ষাকাম হও। কিন্তু আমাদিগের বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের পিতামহের সময়ে আমাদের যে জাতীয় চরিত্র ছিল এক্ষণে তাহার কত পরিবর্ত্তন হই-য়াছে—অন্ততঃ আধুনিক শিক্ষাভিমানী দলের মধ্যে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ যে বৰ্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী এবং বিদেশীয়দিগের সহিত আমা-দিগের নানা বিষয়ে সংঘর্ষ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায়, ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র যে আরও অধিক

পরিবর্ত্তন-প্রবণ, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। সুতরাং আমাদের দেশে আদর্শ চরিত্র ব্যক্তির সংখ্যা বড়ই কম হইয়া উঠিয়াছে। সকল জাতিরই জাতীয় চরিত্র আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দিন দিন জাতীয় চরিত্র বিহীন হইয়া পড়িতেছি ও জাতীয় গৌরব হারাইতেছি। ইহা বড়ই শোচনীয় বিষয়। আহা! আবার আমাদের সে দিন কবে আসিবে! কবে আমরা জাতীয় অতীত গৌরবের ইতিহাস লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইব? আমাদের দেশে কত পুস্তক প্রণীত, সম্পাদিত, অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইতেছে; প্রণেতা, সম্পাদক, অনুবাদক ও প্রকাশক গণ নানা উপায়ে ও কৌশলে কত অর্থ ও যশ উপার্জ্জন করিতেছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহই কি এসকল বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়া আমাদের জাতীয় অতীত গৌরবের ইতিহাসের পথ পরিষ্কৃত করিতে পারেন না? কেহই কি জাতিমাহাত্ম্যের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে বা সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইতে পারেন না? আমরা স্বার্থপরতার দাসানুদাস। পরপদলেহন আমাদের ঘৃণিত জীবনের এক মাত্র উপজীবিকা! আমরা দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনার অবসর পাই কই? দেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে সচেষ্ট হওয়ার সময় পাই কই? আমরা মুখ সর্ব্বস্ব। বক্তৃতার স্রোতে, সংবাদ পত্র লিখনের

প্রবাহে সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিতে পারি। আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপযোগী ধৈর্য্য, উদ্যম, উৎসাহ ও দৃঢ়তা কোথায়? আমরা ভূমণ্ডলে এক্ষণে অধম জাতি। আমাদের জিহ্বায় ও লেখনীতে বল আছে সত্য, কিন্তু কার্য্য করিবার শক্তি অণুমাত্রও নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান সমাজনেতা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও সম্পূর্ণ উদাসীন। টোলের পণ্ডিতদিগের অধিকাংশই অকিঞ্চিৎকর বিদ্যার অভিমানে স্ফীত, প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান লাভে একান্ত উদাসীন। তাঁহারা গর্ব্ব ও দম্ভের এক একটী সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। বিশেষতঃ স্মার্ত্ত পণ্ডিত-গণ অর্থের লোভে বিভিন্ন সময়ে একই কার্য্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়া অনেক সময়েই ধর্ম্ম, নীতি ও সততাকে পদ-দলিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান নিজে করুন আর নাই করুন দীর্ঘ ফোঁটা কপালে দিয়া লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান হইয়া থাকেন। অন্যকে অধা-র্ম্মিক পাষণ্ড বলিয়া নিন্দা পুরঃসর ও আবশ্যক বোধ হইলে সমাজের বহিষ্কৃত করিয়া অধর্ম্ম ও ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সকলেই যে উল্লিখিত দোষদুষ্ট তাহা নহে। অনেক মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপ-রীত। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে এবং চরিত্র-

বলে তাঁহারা সর্ব্বাংশেই আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধার সমুপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা সমাজের অগ্রণী তাঁহাদিগের সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, পরোপকার রত, ধর্ম্ম-পরায়ণ, অপক্ষপাতী, সমদর্শী ও স্বদেশহিতৈষী হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। পূজনীয় পণ্ডিতবর্গ! আপনাদের দুর্গতির কারণ আপনারাই স্বয়ং। আপনাদের মধ্যে থাকিয়া পণ্ডিত কুল-কলঙ্কগণ আপনাদিগকে কলঙ্কিত ও হিন্দু সমাজকে অধঃপাতিত করিয়াছে ও করিতেছে। যত্ন পূর্ব্বক আপনারা তাঁহাদের দোষগুলি সংশোধনান্তর হস্তস্খলিত হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। লোকের হৃদয় স্বীয়গুণে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করুন। নতুবা আপনাদের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইবে এবং আপনাদিগকে জনসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্ম দিনে দিনে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বতন পণ্ডিত বর্গের আদর্শ সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন, আপনারা বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, গরিমা ও চরিত্র বলে তাঁহাদের হইতে হীন হইয়াছেন কি না। পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সমুপযুক্ত বংশধর হইতে যত্নবান হউন। অবশ্যই আপনাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। অবশ্যই আপনাদের গৌরবে সমস্ত দেশ গৌরবান্বিত হইবে। শিষ্যদিগকেও আপনাদের উপযুক্ত ছাত্র হইতে শিক্ষা দান

করুন। যেন তাঁহাদের দ্বারা সমাজ কোনওরূপে কলঙ্কিত না হইয়া পরিশোধিত হয়। যেন পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া ভারতবাসী পুনরায় ধর্ম্মগতপ্রাণ হইয়া উঠেন।

ধর্ম্মোপদেশদানাদি কার্য্য, যাহা কিছু সামাজিক মানবের আধ্যাত্মিক হিতকর ব্যাপার, তাহাও যাজক মণ্ডলীর ব্যবসায় মাত্র হওয়াতে, নানাবিধ কুসংস্কার পরিপূর্ণ হইয়া বিপরীত ফলই উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব সমাজরূপ গৃহ যতদিন সুসংস্কৃত হইয়া শরীর, মন ও আত্মার প্রকৃত সুখের উপযোগী না হইবে, তত দিন আমাদের যথার্থ উন্নতি সুদূরপরাহত থাকিবে। আর্য্য-ঋষিগণ কি এই পৃথিবীর জন্যই তাঁহাদের জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া যান নাই? অতএব সমাজনেতাগণ আপনারা এই সকল সামাজিক দুঃখ ও গ্লানি দূর করিয়া মনুষ্যকে যথার্থ ধর্ম্মের পথে আনয়ন করুন।

সমাজ যতই মানবের উন্নতির সোপান স্বরূপ হইবে, ততই তাহা মনুষ্যের প্রাণের অপেক্ষা ভাল-বাসার বস্তু হইবে। তাহা হইলে নর নারী, ছোট বড় সকলেই অনন্ত জীবনপথের সুসম্বল সকল অবাধে সমভাবে সঞ্চয় করিতে পারিবে। সুশিক্ষার সুবি-মল আলোকে আর সামাজিক কোন প্রাণীই বঞ্চিত থাকিবে না। সমাজের কৃতী সন্তানগণ যথাসাধ্য তাঁহাদের

ধন ও ক্ষমতার ফল সমাজের হস্তে অর্পণ করিলে সমাজে কেহই সুশিক্ষা এবং জ্ঞানহীন হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইবে না; এবং শত শত সামাজিক কুপ্রথা নিবারিত হইবে। অতএব ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতবর্গ! হিন্দুদিগের বিপুলফলশালীচিত্ত-ক্ষেত্র কিছু দিন কর্ষণবিরহিত হইয়া পতিতভূমির লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে পুনর্ব্বপণ করিলে যেমন ফল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাহাই অবশ্য হইবে। আপনারাই আচণ্ডাল সর্ব্ববর্ণের উন্নতির পথ প্রদর্শক, অতএব আপনাদিগকে ভিন্ন আর কাহার কাছে বলিব? যদ্যপি আপনাদের চেষ্টা ও যত্নে বর্ত্তমান হিন্দুগণের চরিত্রে যে ধর্ম্মহীনতা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিদূরিত হয় তাহা হইলে আপনাদের এই দেহই দেবতুল্য বোধে জনসাধারণের পূজ্য ও আরাধ্য হইবে, আপনাদের অঙ্গুলী সঙ্কেতে কোটী কোটী হৃদয় নাচিতে, হাসিতে, ও কাঁদিতে বাধ্য হইবে। আপনাদের অনবধানতায় বর্ত্তমান হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই পাপের আশ্রয়-ভূমি এবং মূর্খতা ও অজ্ঞানের জীবন্ত অন্ধকারমূর্ত্তি হইয়া সমাজের সমূহ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে।

সর্ব্বজনীন বিশ্বাস ও অনুরাগই সমাজস্থিতির প্রধান উপাদান। এই অনুরাগেরই একটী উচ্ছাস, "জননী

জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”। এই অনুরাগে উদ্দীপ্ত হইয়াই সমাজের ধর্ম্মবীরগণ অকাতরে শত্রুর সহস্র নিগ্রহ সহ্য করেন, ইহারই ফলে সমাজহিতের জন্য সকল স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন করিয়াও, কত শত শত মহাত্মা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। বিশ্বাস, এই অনুরাগের পূর্ব্বাভাস মাত্র। পরন্তু, এই অনুরাগই সমাজ বন্ধনের মহামন্ত্র। সামাজিকের মনে এই অনুরাগ-বৃদ্ধির উপযোগীতাই সমাজের শক্তি। অর্থাৎ যে সমাজ, সামাজিকগণের মনে, আপনার প্রতি এবম্বিধ অনুরাগ অক্ষত রাখিতে ও বৃদ্ধি করিতে যত সমর্থ, সেই সমাজ সেই পরিমাণে বলশালী। অতএব অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ও ধর্ম্মোপদেস্টা পণ্ডিতগণ! আপনারা, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক, ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু-দিগকে নিজ ধর্ম্মে অনাস্থা ও অশ্রদ্ধাজনিত অধঃপতন হইতে রক্ষা করুন। দেশে, রাজকীয় ব্যয়সাহায্যে, বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সুবিধাজনক বা সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর নয়। সমাজের প্রতি নরনারী যাহাতে অভিলাষানুযায়ী সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জীবনের লক্ষ্যপথে স্থির ও শান্ত ভাবে চলিতে পারে, এবং স্বজাতীয় আচার ও সদনুষ্ঠানে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তাহার উপায় বিধান অতীব প্রয়োজনীয়।

পূজ্যপাদ ঋষিগণ, সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা করিবার জন্য, যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে অতীব হিতকর তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ভূয়োদর্শন প্রভাবে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, বিষয় ব্যাপারের মধ্যে অবস্থিতি করাতে, মন হইতে ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়, সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া সাধু ব্যক্তিও বিগর্হিত কার্য্যে আকৃষ্ট হয়েন এবং সর্ব্বদা বিষয়ের আলোচনায় মন অসাড় হইয়া পড়ে; এই দুরবস্থা হইতে মনকে উদ্ধার করিবার জন্য ঋষিগণনির্দ্দিস্ট সদাচার ও সদনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হওয়া, আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও পরমধর্ম্ম।

সংসারে প্রত্যেকেই আপন আপন সুখ ও কল্যাণের জন্য লালায়িত। এই জন্য বলিতেছি, সেই সুখের যথার্থ উপায় যে শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহার অনুষ্ঠান কর; দেখ সুখ পাও কি না। মরীচিকাময় সংসারে, বৃথা সুখের আশায় আর ঘুরিও না। অনেক দিন ঘুরিলে, কণামাত্রও সুখ ভোগ করিতে পারিলে কি? জীবনের অধিকাংশই সংসারের দাসত্ব করিয়া কাটাইলে, অনেক প্রকার চতুরতাদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিলে, কিন্তু বলদেখি ভাই, কতটুকু যথার্থ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছ? কেবল উদরান্নের জন্য শত সহস্র অপমান, অসংখ্য প্রকার গ্লানিকর নির্য্যাতন, অকাতরে সহ্য করিয়াও নিতান্ত ভীরুর

ন্যায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছ! সমুদয় মানসিক সদ্বৃত্তি, এই অকিঞ্চিৎকর অর্থের নিকট, বলি দিতেছ! পাশব সুখ প্রাপ্ত হইয়াই, আপনার জীবনকে কৃতার্থ মনে করিতেছ! মনুষ্য জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কি জঘন্য চিত্র দেখিতে চাও! যে সদাচার ও সদনুষ্ঠানের জন্য ভারত এককালে শীর্ষস্থানীয় থাকিয়া জগৎ মোহিত করিয়াছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে, আজি সেই মাতৃভূমিকে সকল বিষয়েই অবনতা দেখিতেছি। সৌভাগ্যরবির অস্তমিতির পূর্ব্বে, এই ভারত ভূমিই, এক দিন, সদাচার ও সদনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। এই রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি কোন্ রত্নে বঞ্চিতা ছিল? কিন্তু আজ এই হৃদয়বিদীর্ণকর চিত্র দর্শন করিলে, কাহার না হৃদয় হু হু করিয়া কান্দিয়া উঠে? সে কাল নাই, সে অবস্থা নাই, সে মহাত্মাদিগের বংশ নাই, এক্ষণে সে দেববংশ দানবে পরিণত হইয়াছে। আমরা সেই বংশে কুলাঙ্গার নরাধম জন্মিয়াছি। সেই মহাত্মাদিগের নাম লইতেও আর আমাদের অধিকার নাই; এই পাপ মুখে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিলে, তাঁহাদিগের সেই পবিত্র নামে কলঙ্ক স্পর্শে। হায়! আমাদের জীবনে ধিক; যে জীবন দ্বারা পৃথিবীর কেবল পাপ বৃদ্ধি হয়, সে জীবনের অস্তিত্ব এ সংসারে বিলুপ্ত হওয়াই ভাল। মলিন পঙ্কিল জীবন দ্বারা কত দুঃখ, গ্লানি ও অশান্তি উপস্থিত হয় এবং তাহার

দূষিত ভাবে, হৃদয় কত ঘৃণিত ও কলঙ্কিত হয়, তাহা বলা যায় না। মন যতই তাহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা হারাইতে থাকে, তাহার মধ্য দিয়া ততই ঐশ্বরিক ভাব কম আসিতে থাকে. এবং দূষিত পঙ্কিল হইতে হইতে, যখন একবারে অস্বচ্ছ হয়, তখন আর তাহাতে বিন্দুমাত্রও সদ্ভাব প্রতিবিম্বিত হয় না; সে অবস্থা অতি শোচনীয়। এক্ষণে ইংরাজি শাস্ত্র, ইংরাজি সভ্যতা ও ইংরাজি আচারপদ্ধতির অনুসরণ করিবার জন্য ভারতবাসী লালায়িত। পাশ্চাত্য সভ্যতায় আকৃষ্ট হইয়া, নব্য সভ্যতার প্রেমে মজিয়া, পুরাতন আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সভ্যতাকে, লোকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। অনুকরণ করিয়া এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, অনুকরণ ভিন্ন কিছুই ভাল লাগে না। পাশ্চাত্যসভ্যতার অনুকরণ ভিন্ন ভারতের কি অন্য গতি ছিল্ না? ভারত কি অনুকরণ করিয়াই এতকাল কাটাইয়াছে?

প্রকৃত কথা, সংস্কারপ্রিয় লোকদিগের জাতীয়তা নাই। যাহা কিছু শাস্ত্রমূলক বা ধর্ম্মমূলক তাহার সংস্কার হয় না। সকল সমাজেই ধর্ম্ম শাস্ত্রমূলক, ও শাস্ত্র ঈশ্বর বা অবতার কর্ত্তৃক রচিত বা আদিষ্ট। যদি ইহা মানিতে না চাও ধর্ম্ম মানিও না। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সভ্যতার অনুবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রের বিষয়ে কুট যুক্তি খাটাইতে গেলে, ধর্ম্মও সমাজবন্ধন একবারে ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই

কারণ বশতঃ শাস্ত্রমূলক কোন বিষয়ে সংস্কার অসম্ভব ও তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অপরিণামদর্শীর কার্য্য।

যাঁহারা জাতিবন্ধন ছিন্ন করিয়া, স্বধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক, একবার ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের দুঃখের অন্ত থাকে না। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন, যে কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া কাচ পাইয়াছেন। মুক্তালাভ করিতে গিয়া, শুক্তি পাইয়াছেন। ইহা আমাদিগের কল্পিত কথা নহে, ভুক্তভোগী মাত্রেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

বিজাতীয় সমাজের আচারব্যবহারে গঠিত চরিত্র ও অধঃপতিত হিন্দুসন্তানগণের ইহা একবার মনে হয় না যে, ভারতের আর্য্যঋষিগণআচরিত পবিত্র আচারব্যবহার, ভারতসমাজের উন্নতির সোপান, তত্ত্ব-জ্ঞানের অবিকল স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য হিন্দুদর্শন শাস্ত্রই পরম শাস্ত্র। ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণতা সাধনই হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ব্যঞ্জনে যেমন লবণ মিশ্রিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার হিন্দু সমাজের প্রত্যেক আচার ব্যবহারে ধর্ম্মভাব মিশ্রিত হইয়া আছে। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গত, কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্যশিক্ষায়শিক্ষিত অধিকাংশ ব্যক্তি-গণ, সেই পবিত্র আর্য্যভাবের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে অশক্ত হইয়া নিতান্ত কুৎসিত পথে গমন করেন। ভ্রমান্ধ হইয়া সম্প্রদায়কল্পিত অসারভাগপূর্ণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিকূল,

স্বকীয় সমাজের বিরুদ্ধমতের অনুবর্ত্তী হওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। অতত্বদর্শী হিন্দুসন্তানগণের, নিজ সমাজের তত্বনিরূপণে, অনুক্ষণ চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মশ্রবণে অধিকারী হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তত্বজিজ্ঞাসু হইলেই সৎগুরুর নিকট দুর্লভ জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু তত্বকামনার বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত, রাগান্ধ ব্যক্তিগণ এই তত্বজ্ঞান কখনই লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা বিষয় কামনার অনুকূলস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাদিগের নিকট এই দুর্ল্লভ জ্ঞান প্রকাশ করা বৃথা। অতএব প্রকৃতরূপে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের অধিকারী হইতে না পারিলে তাহার অনুষ্ঠানে রত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

তত্বজ্ঞানই দুঃখাবসানের মূল। শুভ কর্ম্ম হইতে বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্তি, বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ হইতে নির্ব্বাণ লাভ হয়, ইহাই হিন্দু মত। হিন্দু ধর্ম্ম, কর্ম্মসঙ্কুলজগতে জ্ঞানের আবরণ উন্মোচন করিবার জন্য, বিষয়মোহান্ধকারে লুপ্তদৃষ্টি জনগণকে কর্ম্মকাণ্ডরূপ সোপান প্রদর্শন করিতেছে। ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি তত্বজ্ঞানের স্বরূপ। যজ্ঞ দানাদি কর্ম্ম, যোগ তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মকে, কার্য্যে এবং বাক্যে, তত্বজ্ঞ জনের উপযোগী রূপে স্থির করিয়া দিতেছে। অতএব যাহারা জ্ঞানমার্গে অনধিকারী, চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহাদিগকে যজ্ঞ দানাদি

কর্ম্ম করিতেই হইবে। এই কর্ম্মকাণ্ডের ক্রমানুসারে বর্ণাশ্রমের উৎপত্তি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রথম সোপানস্থ ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সোপানস্থ ক্ষত্রিয়, তৃতীয় সোপানস্থ বৈশ্য, চতুর্থ সোপানস্থ শূদ্র। ইহাঁরা, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পবিত্র আচার ব্যবহারের ক্রমানুসারে, আপন আপন আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। পবিত্র আচারব্যবহারপূত সেই সনাতন আর্য্য ঋষিগণ, এই সর্ব্বোচ্চআসনস্থ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণই, অন্যান্য নিম্ন সম্প্রদায়ের পক্ষে, দেবতা স্বরূপ। সেই ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব আর্য্য সাধু-চরিত্র, ভুবনব্যাপী দাবানলের ন্যায়, সংসার কাননে প্রবেশ করিয়া, সময়ে সময়ে, জগতের পাপ-বন সকল ছারখার করিয়া ফেলিয়াছে। সেই অনন্ত তেজঃপুঞ্জ জ্বলন্ত বহ্নি-স্বরূপ মহাপুরুষদিগের দেদীপ্যমান ক্রিয়াকলাপ স্মরণ করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্বজাতীয় লোকের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও, অধুনা শিক্ষার অভাবে, বহুস্থলে আমরা প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। অতএব বাল্যাবধি ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত, উপযুক্ত আচার্য্যের বড়ই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের জাতীয়ধর্ম্মের ভাব সকল সুপরিস্ফুটরূপে বুঝাইয়া দেন, এমত ধর্ম্মোপদেষ্টা বড়ই দুষ্প্রাপ্য।

পূর্ব্বে ধর্ম্মোপদেষ্টা ঋষিগণ বিদ্যার্থীদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতেন এবং যাহাতে তাহাদের চরিত্র সুগঠিত হইত, তৎপক্ষেও তাঁহারা যত্নশীল হইতেন। চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যে কত আবশ্যক, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শিষ্যদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে লালনপালন করিতেন, এবং যাহাতে তাহারা বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহা-দের চরিত্র বিশুদ্ধ হয় এবং পরমতত্ব লাভ করতঃ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়, তৎপক্ষে তাহারা বিশেষরূপে যত্নবান ছিলেন। এবম্প্রকার শিক্ষার প্রভাবেই, প্রাচীন আর্য্যগণ, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে, শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষিত ছাত্রেরা গুরুর বাটীতে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতেন, ভৃত্যের ন্যায় গুরুর পরিচর্য্যা করিতেন এবং বিদ্যা ও ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ হইয়া, সংসারে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের কথা কি কহিব, প্রাচীন কালের শিক্ষা-প্রণালী তিরোভূত হওয়াতে, আমাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী গুরুভক্তিকে তিরো-হিত করিয়া দিতেছে; আর বিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্র যে শিক্ষা পায়, তাহাদ্বারা মনে ভক্তিভাব স্থান পাইতে পারে না। পুরাকালে ছাত্রকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে তাহার

পরিবর্ত্তে,অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া, বিদ্যালয় সকলের উদ্দেশ্য হইয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে, আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া উচিত; তাহা হইলে সুফল পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। প্রতি রবিবারে, ইংরেজদিগের ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা হইয়া থাকে, এবং তদুপলক্ষে বালক, বৃদ্ধ এবং যুবা সকলেই উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং উপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকে। মুসলমানদের মধ্যেও নিয়মিত কোরাণের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে এবং সকলে তাহা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে; মুসলমানদের মধ্যে বালকগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার একটী বিশেষ নিয়ম আছে; অর্থকরী বিদ্যা শিখাইবার পূর্ব্বে, মুসলমানগণ তাঁহাদের বালকগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে; এই জন্যই মুসলমানদের, ধর্ম্মের প্রতি, বিশেষ আস্থা দেখা যায়। আমাদের মধ্যে এরূপ নিয়ম না থাকাতে সমাজমধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বালকগণ, ধর্ম্মশিক্ষা না পাওয়াতে, বিপথগামী হইতেছে। পুরাকালের, শান্ত, বদান্য, ধার্ম্মিক, পরদুঃখ কাতর ও উদারস্বভাব আর্য্য হিন্দুগণের সহিত বর্ত্তমান কালের কলুষিতচিত্ত, স্বার্থলুব্ধ, পরশ্রীকাতর, হিন্দুসন্তানের তুলনাই হয় না। এক্ষণে আমাদিগের হিন্দু সমাজের আর অবিকৃত ভাব নাই। এখন সমাজ প্রচলিত ধর্ম্ম-

প্রণালীর প্রতি অনেকের সম্পূর্ণ ঐকান্তিকতা রক্ষা হইতেছে না। দেশের জল বায়ু দূষিত হইয়া উঠিলে যেমন তদ্দেশনিবাসী সকলেরই কিছু না কিছু স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তদ্রূপ, সামাজিক ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত হইলে, সমাজের অন্তর্গত পরিবার মাত্রেই, কিছু না কিছু, দোষের সংশ্রব হইয়া থাকে; সর্ব্বতোভাবে ঐ দোষ অতিক্রম করিবার কোন উপায় নাই।

আর্য্যগণের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যের চরম-ফল তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারে পরিলক্ষিত হইত; জ্ঞান-চর্য্যা, ধর্ম্মচর্য্যা, পতিপত্নীপ্রেম, পিতৃমাতৃ সেবা, জ্ঞাতিত্ব, লৌকিকতা, মিতাহার, মিতাচার, ইন্দ্রিয়-সংযম, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সংসারাশ্রমের বিহিত কার্য্য, তৎসমুদায় সেই পবিত্র আশ্রম-সম্ভূত এবং সেই পবিত্র আশ্রমপালিত ব্যক্তিবর্গে দৃষ্ট হইত। সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে, ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতি সমধিক আস্থা ছিল; তাঁহাদিগের আহারবিহার, পরিচ্ছদাদিতে অপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা যে স্বল্প যত্ন, সকল কার্য্যেই যে ঈশ্বরের স্মরণ এবং সকল কর্ম্মফলই ঈশ্বরে সমর্পণ, নিষ্কামতাই যে তাঁহাদিগের একান্ত শিক্ষণীয়, পারলৌকিক সদ্গতি সাধনার্থ তাঁহাদের মধ্যে যে কঠোর তপশ্চরণ এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন, এ সমুদয়ের এক মাত্র কারণ তাঁহাদের

পরকালে দৃঢ়বিশ্বাস এবং নশ্বর ক্ষণস্থায়ী ইহলৌকিক-সুখ অপেক্ষা পারলৌকিক সুখের প্রতি অধিকতর লালসা। এই সকল সেই দেবতুল্য আর্য্যগণের পরম গুণ। এই পূজ্যপাদ আর্য্যগণের কামিণীকুল সতীধর্ম্মের আদর্শ। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দেশ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা সতীকুলের পবিত্র নিবাসভূমি। অপর কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা কি কখন পতির অনুমরণ করিয়াছে? অনুমরণ করা দূরে থাকুক, কখন কি মরণের কথা মনে ভাবিতেও পারিয়াছে? আমাদিগের দেশের কাব্যশাস্ত্রে সাধ্বীচরিত্রের পূর্ণাবস্থা বর্ণিত আছে। সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী প্রভৃতি যে সকল নায়িকার বর্ণনা পাওয়াযায়, ভূমণ্ডলের আর কোন দেশের কাব্যে সে প্রকার স্ত্রীলোকের উল্লেখ দেখা যায় না। রাজস্থানের বীরপত্নী এবং বীর-প্রসূতীদিগের সতীত্বগীত, অপর সকল দেশের পক্ষে, নিতান্ত অদ্ভুত। যে সমাজে স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ, সকল সময়েই একত্র বসিয়া বাক্যালাপ, একত্র পান ভোজন, একত্র পর্য্যটন, সে সমাজের লোকের চরিত্র পশুভাবসংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে; এইজন্য তাদৃশ সামাজিক রীতি সম্যক নির্দোষ বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে আমাদের দেশের মধ্যেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ উচ্ছৃঙ্খলতা বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই কার্য্যগুলি

উন্নত দিব্য ভাবের বিরুদ্ধ। যেমন সান্নিপাতিক বিকার-প্রাপ্ত রোগীর পক্ষে ধাতু উত্তেজক ঔষধের প্রয়োগ বিধেয়, তদ্রূপ বাঙ্গালীর মনে উচ্চ ধর্ম্মভাবের উদ্রেক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

বাঙ্গালীর স্বভাবে অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি অযথারূপে প্রবলা হইয়া উঠিয়াছে ; অনুকরণ উৎকর্ষ-সাধনের একটী প্রধানতম পথ, সন্দেহ নাই। কিন্তু অযথা অনুকরণে এক প্রকার আত্মহত্যার সংঘটন হয়। অতএব বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত ও ধর্ম্ম-বীজ রোপিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সাংসারিক সকল সুখের আকর-স্বরূপ নিজ সমাজের দুঃখ মোচন ও বলাধানের নিমিত্ত দৃঢ়তর যত্ন করা সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মহত্বব্যঞ্জক ও অনুকরণযোগ্য কার্য্যে অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি পরিচালিত করা উচিত, ঘৃণাকর ও অকর্ত্তব্য কার্য্যে পরিচালিত করিলে ঘৃণিত ও অধোগামী হইতে হয়। যে সকল আদর্শ-বিষয় মহাজনেরা স্থির করিয়াছেন, তাহাই কর্ত্তব্য বিষয় জানিবে। অনেকের সংস্কার যে বাঙ্গালী জাতি নিতান্ত আধুনিক ও চিরদুর্ব্বল; এ কথা কেবল বর্ত্তমান এই হতভাগ্য বাঙ্গালীদিগকে দেখিয়াই বলিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে বীরত্ব ও মানসিক শক্তি বাঙ্গালী-জাতির অভাব বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, সেই অসাধারণ গুণে গুণবান অসংখ্য ব্যক্তির চরিত্র

আর্য্যচরিতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; সেই পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে, অন্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে; তাঁহাদিগের রাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি, সমাজনীতি, লোকযাত্রাবিধান, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পশাস্ত্রের প্রকৃষ্ট নিয়মাদি, আচার-ব্যবহার, রাজা ও ঋষ্যাদির আখ্যান, জীবন-চরিত ও বংশাবলী প্রভৃতিতে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে; সাধারণে ইহা হইতে সকল অবস্থার অনুরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক বঙ্গ-যুবকগণ, প্রায়ই, সেই স্বকীয় জাতিগৌরবের বিষয়গুলি শিক্ষা না করিয়া, ভিন্ন জাতীয়দিগের আচার-ব্যবহারের অনুকরণপ্রিয় হইয়া থাকেন। ভারতীয় গৌরবের চরম নিদর্শন, মানব-মাহাত্ম্যের অপূৰ্ব্ব পরিচয় ও যাহা জ্ঞাত হইলে মানবের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেই অনু-পম বিষয়গুলি, শিক্ষা করিতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎমাত্রও অনুরাগ হয় না। সেই পূৰ্ব্বকীৰ্ত্তিত, ধৰ্ম্ম ও কাম প্রতি-পাদক, সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ পদার্থের আধারভূত, শ্রবণমনোহর, সাধু-চরিত অবগত হইলে, পাপ ক্ষয় হইয়া, পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় উচ্চপদস্থদিগের অবনতির বিষয় চিন্তা করিলে, বড়ই দুঃখিত হইতে হয়; যাঁহাদিগকে আমরা মান্যগণ্য বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তাঁহাদিগের

মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি তদ্রূপ ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের, জাতিগত, বংশগত বা চরিত্রগত, যে কোন একটী ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে। বর্ণভেদ, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন প্রথা সমাজের অন্তর্ভূত মর্য্যাদা রক্ষা করিত, সেই সকল প্রথাও দিন দিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। রাজব্যবস্থা ' এতদ্দেশীয় সকল লোককেই সমচক্ষে দেখিতেছে। শিক্ষাপ্রণালীপ্রভাবে, ব্রাহ্মণ, তিলি, তাম্বুলি, কামার, কুমার, সকলেই এক আসনস্থ হইতেছে; আমরাও পরস্পর পার্থক্য-ভাব পরিহার পূর্ব্বক একপংক্তি হইয়া আসি-তেছি। এই প্রকার আচারব্যবহার যত বৃদ্ধি হইবে ততই আমরা বিনাশদশার সমীপবর্ত্তী হইব; ইহা আমাদের আর্য্য শাস্ত্রকারেরাই বলিয়া গিয়াছেন। আহা! সেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায়, এই অনিত্য সংসা-রের মধ্যে, এক নিত্য বস্তুর উপলব্ধি করিয়া, কারণ নির্ণয় করিতে কোন্ জাতি সমর্থ হইবে? তাঁহারা ধীশক্তিসহযোগে কি করিলে কি হইবে, তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত্রগাঁথা পাঠ করিলে, তাঁহাদের অসাধারণ ধীশক্তি, আত্মসংযম, এবং

ঔচিত্যবোধের সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায় ও আত্ম-গৌরব উদ্দীপিত হয়। এই হেতু আমাদিগের সন্তানগণকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও আত্ম-সংযম

মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয-সকলের অনুগামী হয়, তবে প্রবল বায়ু যেমন নৌকাকে জলমগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। অতএব মনে যখন যে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগকে বিচরণ করিতে দিবে না। মনকে সুশিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিবেক। যদি মন বশীভূত থাকে, তাহা হইলে, অপবিত্র বিষয় সকল ইন্দ্রিয় পথে উপস্থিত হইলেও, মনুষ্যকে পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। যখন প্রলোভন-সঙ্কুল সংসারে অবস্থান করিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে, পদেপদেই বিপদ

ঘটিবে। মন ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল হইলে, মনুষ্য হতচেতন হইয়া, পাপমোহে নিমগ্ন হয়। কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না; প্রত্যুত, ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। বিষয়ভোগ পরিতৃপ্ত হইলেই ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সংযত হইয়া আসিবে, অতএব যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযমে প্রয়োজন নাই, এরূপ মনে করিবে না; যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়ভোগের কামনা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, মন ততই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিবে। অতএব কদাপি ইন্দ্রিয়দমনে ও মনঃসংযমে শৈথিল্য করিবে না।

যেমন একমাত্র ছিদ্র দ্বারা পাত্রস্থিত সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায়, সেইরূপ, সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়; অপবিত্র বিষয়, অনেক ইন্দ্রিয় দ্বারাই হউক, আর এক ইন্দ্রিয় দ্বারাই হউক, অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া অপবিত্র কামনা উৎপন্ন করিলেই মনুষ্যের পতন হয়; অতএব, কোন ইন্দ্রিয়কেই যথেচ্ছরূপে বিষয় ভোগ করিতে অবসর প্রদান করিবে না। বিষয়সুখের আস্বা-দন একবারে পরিত্যাগ করিলেই ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় না। বিবেক সহকারে, হেয়োপাদেয় পৃথক করিয়া, হেয় বিষয় পরিত্যাগ ও উপাদেয় বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিবে।

সৎ প্রবৃত্তি অপেক্ষা অসৎ প্রবৃত্তি আশু কার্য্যকরী। সৎ প্রবৃত্তির কার্য্য বড়ই কালসাপেক্ষ ও মৃদু, আর অসৎ প্রবৃত্তির কার্য্য অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও চঞ্চল; যাঁহার হৃদয়ে এই সৎ প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদ্দীপ্ত হয়, না জানি তাঁহার হৃদয় কত আনন্দময়! তিনি স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইয়া, পবিত্র শান্তি অনুভব করেন; কিন্তু নবযৌবনের তাড়নায় মানুষের মন, প্রাণ, যেন কি এক স্বপ্নময় ভাবে বিভোর হইয়া প্রমত্ততায় ডুবিয়া থাকে বলিয়া, এই সৎ-জ্ঞান, সকল সময়ে মানবহৃদয়ে স্থায়ী হইতে পারে না। দুর্দ্দান্ত রিপুগণ মানবদেহে চিরদিন আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের ক্ষমতা ও বিশাল পরাক্রমে, কি বালক, কি যুবা, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, সকলেই সশঙ্কিত। মন, এই রিপুগণকে এমনই ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করা মানবের পক্ষে অতীব দুরূহ। যখন ইহারা দুর্দ্ধর্ষ সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া, হৃদয়মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে, তখন কাহারও এমন সাধ্য হয় না যে, উহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া উহাদিগকে পরাজয় করে। এক মাত্র জ্ঞানের সাহায্যে ক্রমশঃ ইহাদিগকে পরাভব করা যাইতে পারে।

এই সংসাররূপ রণভূমিতে বিষয়ের আকর্ষণ, পাপের প্রলোভন, রোগ, শোক, দুঃখ প্রভৃতির দুর্জ্জয় আক্রমণ, কেবল এই রিপুগণ কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়। যখন

আমরা কোন রিপু কর্ত্তৃক পরিচালিত হই, তখন আমাদের ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। কখনও কামের বশবর্ত্তী হইয়া অশেষ অনিষ্ট ঘটাইতে, কখনও বা ক্রোধের দাস হইয়া কাটাকাটি মারামারি প্রভৃতি কতই নিষ্ঠুরাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণ চক্ষু সত্বেও অন্ধ, কর্ণসত্বেও বধির। সদ্‌গুরুর উপদেশ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সদাচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি, বিদ্যা ও জ্ঞান বিষয়ে, পারদর্শিতা লাভ করিয়া, এই দুর্জ্জয় রিপু-সংযমনে কৃতকার্য্য হয়েন, তাঁহারা ফলভরাবনত বৃক্ষের ন্যায় বিনীত, অতলস্পর্শ জলধির ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি, অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরের ন্যায় উন্নতমনা, শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও স্নেহপ্রবণচিত্ত, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশালী, মুনির ন্যায় পরিমিত ও মধুরভাষী, সুগন্ধি কুসুমের ন্যায় প্রসিদ্ধ ও দীপ্তিমান সূর্য্যের ন্যায় অপরাপর ব্যক্তিগণের ভ্রমান্ধকারনিবারক। তাঁহাদিগের উদার অন্তঃকরণে, আত্মপ্রসাদ এবং সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তি, সতত বিরাজিত থাকে; সম্পদ তাঁহাদিগের গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে বরণ করে। তাঁহারা কদাপি সাংসারিক দুঃখ অনুভব করেন না; তাঁহাদের মুখমণ্ডল সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন লক্ষিত হয়। ঈদৃশ ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের মনোমীন, ঈশ্বরানুরাগনীরে নিয়ত ক্রীড়া করে। ইহাঁ-

দিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, সদাচার, ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দর্শনে সকলেই ইহাঁদিগকে অত্যন্ত সমাদর করে, ইহাঁদের অকপট ব্যবহারে আবালবৃদ্ধ সকলেই প্রীতি প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদিগের অনুসৃত পথকে আদর্শ করিয়া, ধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। গ্রীষ্মকালের সমীরণ, শরৎকালের জ্যোৎস্নাময়ী রজনী এবং বসন্তকালের তরুলতা প্রভৃতির নবভাব যেরূপ অন্তঃকরণকে সুখী করে, ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সমাগমে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ উৎপাদন করে। সেই পূজ্যপাদ, আর্য্য ঋষি ও মুনিগণই ইহার আদর্শ। তাঁহাদিগের অধ্যুষিত স্থান সকল সর্ব্বপ্রকার শান্তিরসের আস্পদ ছিল। আহা! তাপসদিগের বাসস্থান কেমন পবিত্র! উহা পবিত্রতা প্রযুক্ত রাজাসনকেও পরাভূত করিয়াছে। তপোবনের অরণ্যবাসী হিংস্র পশুগণও শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। মৃগ, শশক প্রভৃতি জন্তুগণ নির্ভয়ে উহাদের সহিত ক্রীড়া করে। সেই সত্ত্বগুণাবলম্বী মুনিগণকে দর্শন করিলে আত্মা পবিত্র হয়। আহা! সেই তপোধনদিগের দর্শনে নৃপতিগণের উদ্বেলিত চিত্তবৃত্তি সমূহ প্রশান্ত হইত, শোক, দুঃখ, সন্দেহ, নিরাশা, দূরীভূত হইত, হৃদয়কে দয়া এবং স্নেহে নিমগ্ন করিত, স্বভাবকে মধুর করিত, মনকে উন্নত এবং পবিত্র করিত। আহা! সেই তপোধনগণের স্নেহ, মাতার স্নেহের ন্যায় মধুর, ভগ্নীর ভালবাসার ন্যায় কোমল

এবং শিশুর হাস্যের ন্যায় প্রীতিপ্রদ। বাসন্তী-সুষমাসজ্জিত, বিমলসুরভিপূরিত তপোবন সকল ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেমের পরিচায়ক। তপোবন দেখিলে কে না ঈশ্বরের পবিত্র সান্নিধ্য উপলব্ধি করিবে? কে না বলিবে, তপোবন সকল স্রষ্টার প্রেমের সমাচার প্রচার করিতেছে? তপোবন সকল প্রত্যেক হৃদয়ে, পবিত্র চিন্তা এবং ধর্ম্মের ভার, জাগরূক করে। অতএব ইহাতেই প্রতীতি হইতেছে যে, সুশিক্ষা ও সাধুসঙ্গ আত্মার উৎকর্ষসাধক; চিরদিন জ্ঞানানুশীলন ও সজ্জন সহবাসাদি বশতঃ ইন্দ্রিয়গণ বশী-ভূত হওয়া প্রযুক্ত কুস্বভাব ভৃষ্ট বীজ তুল্য নিষ্ফল হয়।

সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, আমাদিগকে, জ্ঞান, সুখ ও সামর্থ্য প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপ-যোগী বিবিধগুণে ভূষিত করিয়াছেন। চক্ষু, বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য শোভা অবলোকন করিয়া পরি-তৃপ্ত হইতেছে, কর্ণ, মনোহর বিহঙ্গমবর, সুমধুর সঙ্গিত-স্বর ও ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে, রসনা, নানারস-মিলিত চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্য-পেয় বিবিধ প্রকার সুস্বাদ সামগ্রীর স্বাদ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা, অশেষ প্রকার সুগন্ধি পুষ্পের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া, এবং সর্ব্বাঙ্গব্যাপী স্পর্শেন্দ্রিয়, সুমন্দ মারুত-হিল্লোলে স্নিগ্ধ হইয়া, মনুষ্যের সুখ সরোবরে পূর্ণ করিতেছে; সকল

মঙ্গলাকর পরমেশ্বরই এ সমুদায়ের এক মাত্র কারণ। তিনি এই ইন্দ্রিয়গণকে যেরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদীয় বিষয় সমুদায়কেও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করাতেই আমরা তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর সুখে সুখী হইতেছি। তিনি আমাদিগের এক এক ইন্দ্রিয়কে সুখ-ভাণ্ডারের এক এক দ্বার স্বরূপ করিয়াছেন। আমাদের প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়, এক এক কল্যাণময় প্রস্রবণ তুল্য হইয়া, অবিরত কল্যাণ-বারি বিনির্গত করিতেছে ; তদ্দ্বারা সকল কল্যাণের অদ্বিতীয় আকর-স্বরূপ বিশ্ব-বিধাতার অদ্ভুত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু আমরা, এই সুখময় ইন্দ্রিয়গণকে বিপথে পরিচালনা করিয়া, অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করি; ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

সহস্র ইন্দ্রিয়-সুখ ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। নির্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখ অবশ্য সেব্য, তাহার সন্দেহ নাই। শোভাসঙ্গীতসৌগন্ধপরিবৃত মনোহর উদ্যান বা উন্নত প্রাসাদে অবস্থান, নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা আমাদিগের প্রকৃতির তৃপ্তিসাধন প্রভৃতি সামান্য সুখ নহে। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ যাহাই বলুন না কেন, এসকল সুখ কখনই হেয় নহে। জগদীশ্বর আমাদের জন্য এ প্রকার সুখ অপর্য্যাপ্তরূপে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের চক্ষু ও কর্ণ পবিত্র সুখের দুই বিস্তীর্ণ দ্বার। কিন্তু এই প্রকার ইন্দ্রিয় সুখই আমাদের সর্ব্বস্ব নহে।

ইহাতেই আমাদের সমুদয় প্রকৃতি চরিতার্থ হয় না। আমরা ইহা অপেক্ষাও অধিক কিছু চাই। ইন্দ্রিয়সুখ-লোলুপ ব্যক্তিও এ প্রকার সুখে সম্যক্ পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। যৌবনকাল অতিক্রম করিলেই ইহা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। আমরা যৌবন কালে যত অপর্য্যাপ্ত-রূপে সুখ ভোগ করি, পরে তত শীঘ্র তাহাতে বিরক্তি জন্মে। যাহারা সে সময়ে পরিমিতরূপে সুখ ভোগ করে, পরে আর তাহাতে তাহাদিগের তেমন স্পৃহা থাকে না। আমাদের জীবনের এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন আমাদের সাংসারিক সমুদয় ভাব শীতল হইয়া যায় এবং সংসারকেই যাহারা সর্ব্বস্ব জানিয়া সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও বুঝিতে পারে যে, সেই সংসারও তাহাদের শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে নাই। যখন ঈশ্বরকে ভুলিয়া, কেবল বিষয়-সুখ সাধনার্থ সংসারে নিমগ্ন হই, তখন আমরা পদে পদে অশান্তি ভোগ করি; কিন্তু যখন প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্ব-সেব্য পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে ধ্যান এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সাধন করিতে থাকি, তখন আর অশান্তি থাকে না, পরমানন্দ লাভ করি। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত হইলে, অন্তঃকরণে অসদ্ভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে তাদৃশ অপবিত্র বিষয়ে বিনিয়োগ করিবেক না। পবিত্র বিষয় উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, অহরহঃ জীবনের

উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেক। যে সকল চিন্তা ও কামনা দ্বারা মন কলুষিত হয়, তাহা মনে উদিত হইবামাত্রই ঈশ্বরচিন্তা ও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি উপায় সকল অবলম্বন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক তাহা উন্মূলিত করিবেক। বাক্যদোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য বাক্‌সংযম অভ্যাস করিবেক এবং হস্ত পদাদি অঙ্গ সকলকে মানসিক অসদ্ভাবের অনুসরণ করিতে দিবেক না। ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিতে হইলে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হয়, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হয়, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকলকে উন্নত করিতে হয় এবং ঈশ্বর প্রীতিতে মনকে মগ্ন করিতে হয়। এপথ অতি দুর্গম পথ, তথাপি ঈশ্বরের প্রসাদে এবং সাধকের অনুরাগে এদুর্গম পথও সুগম হইয়া উঠে। বাক্য ও মন পরস্পর সংযত না হইলে মিথ্যা কথা ও প্রলাপ বাক্য এই দুই মহৎ দোষে পতিত হইতে হয়। মন যাহা জানিতেছে, বাক্য, তাহার সঙ্গে মিল না রাখিয়া, অন্যথা বলিলেই তাহা মিথ্যা হইল এবং বাক্য যাহা বলিতেছে, তাহার অনুযায়ী মনের চিন্তা না হইলেই তাহা অসম্বন্ধ প্রলাপ হইল; অতএব বাক্য ও মনকে সর্ব্বদা সংযত রাখিতে চেষ্টা করিবে। সুখ ও দুঃখ উভয়ই চিত্তচাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারে। দুঃখের সময়ে যেমন এক প্রকার চঞ্চলতা হয়, সুখের সময়েও সেইরূপ আর এক প্রকার চঞ্চলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন

দুঃখ ভোগের উৎকণ্ঠা অপেক্ষা সুখ ভোগের মত্ততা ধর্ম্মসাধনের অধিকতর বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব চলচিত্ত না হইয়া সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই কুশল লাভ করিতে যত্নশীল থাকিবেক।

যত্ন পূর্ব্বক সাধু সঙ্গ করিবেক। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে; এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করে, সাধুসঙ্গ-প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে, নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক, রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধুভাবের দমন হয় ও সাধুভাবের উদ্দীপন হয়, অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ করিতে অবহেলা করিবেক না। যাহারা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও হৃদয় বিরুদ্ধ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে তাহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান ক্রমে অসার হইয়া যায়; পরিশেষে তাহারা আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং তাহারা ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া

অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কাহারও অনুরোধে স্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না। কোন কারণেই পাপাচরণ করিবেক না; যদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সমুদায়ই পরিত্যাগ করিবেক; কেন না, ধর্ম্মহীন হইলে, যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে আর কেহই থাকিবে না এবং তাহার সহভাগী আর কেহই হইবেনা। পাপ-পুণ্যের ফল মনুষ্য একাকীই ভোগ করিতে থাকিবে। অতএব ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের বল। ধর্ম্মই পুরুষদিগের পৌরুষ, ধর্ম্মই নারীগণের অলঙ্কার।

যাহাতে শরীর শীতাতপাদি-দ্বন্দ্ব-সহনশীল হয়, ভোগ-লালসা ও ইন্দ্রিয়-সুখ-কামনা খর্ব্ব হয়, ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য-সাধনে উত্তরোত্তর আস্থা ও অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যিনি দীপ্তিমান সূর্য্যের প্রভায় সমস্ত জগৎ আলোকিত করি-তেছেন, যাঁহার আজ্ঞায় আকাশমণ্ডলে শশধর ও নক্ষত্র সকল উদিত হইতেছে, যাঁহার নিয়মে প্রাতঃ, সন্ধ্যা, দিবা ও যামিনীর পুনঃপুনঃ সমাগম হইতেছে, তিনিই জগদীশ্বর এবং বেদশ্রুতির প্রতিপাদ্য। তাঁহার বিচিত্র শক্তি, অসীম জ্ঞান ও অপার মহিমা এই অনন্ত সৃষ্টিতে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। সেই নিত্য পরমসত্য জগদীশ্বরের শক্তি নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন এবং তাহাতে ভাবনার বিশ্রাম

না থাকায়, পূজ্যপাদ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পৌত্তলিক ধর্ম্মের অনুসূচনা হইয়াছে; অতএব পৌত্তলিকতাই, ধর্ম্মোন্নতির প্রকৃষ্ট সোপান।

চতুর্থ অধ্যায়।

চিত্ত-শুদ্ধি ও জ্ঞান।

উপাসনার ফল চিত্ত-শুদ্ধি। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা বিশুদ্ধ, তাঁহার সম্বন্ধে সমুদায় জগৎ শান্তি ও সুখ পূর্ণ। অতএব চিত্ত-শুদ্ধির জন্য নিভৃত হইয়া আপনার বিষয় আলোচনা করিবে। যেমন শরীরের বিকার রোগ, সেইরূপ মনের বিকার পাপ। আত্মপ্রসাদই মনের সুস্থতাজ্ঞাপক এবং আত্মগ্লানিই মনের বিকৃতাবস্থার পরিচায়ক। বিকারগ্রস্ত রোগী, যেমন, ক্রমিক জলপান করিয়াও, পরিতোষ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ, পাপী ব্যক্তি সম্ভোগসলিলে অনবরত সন্তরণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। পাপে যতই লিপ্ত থাকা যায়, পাপ আপন অনুচরকে ততই আকর্ষণ করিতে থাকে। পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকাই ইহলোকের নরকভোগ। আমরা পাপ

হইতে যত দূরে থাকি, পুণ্যের যত অনুষ্ঠান করি, ধর্ম্মোন্নতিরদিকে ততই অগ্রসর হই। আমরা যেন সর্ব্বদাই পাপকে বিষবৎ পরিত্যাগ করি; পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান, এই তিন প্রকার পাপ হইতে যেন প্রাণপণে দূরে থাকি। যদিও কখন পাপ-প্রলোভনে আকৃষ্ট অথবা মুগ্ধ হই, ঈশ্বরের নিকটে অকৃত্রিম অনুশোচনা করিয়া, যেন তাহা হইতে বিরত হই। অকৃত্রিম অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইলেই যেমন স্বয়ং তাহা জানিতে পারে, পাপী ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইলে, আত্মাতে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। পাপ হইতে মুক্ত হওয়া প্রথমে আমাদের যত্নাধীন, পরে আমরা ঈশ্বরের প্রসাদ ও আশ্রয় পাইলে, পাপ আরও দূরে পলায়ন করে; কিন্তু একে আমরা দুর্ব্বল, তাহাতে আবার অন্তরের এবং বাহিরের কত শত্রু আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, সুতরাং কায়মনোবাক্যে চেষ্টা ব্যতীত মনের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে কখনই সমর্থ হইব না। যাঁহাদের ধর্ম্ম সবল আছে, ঈশ্বর-স্পৃহা প্রবলা আছে এবং আত্মা প্রকৃতিস্থ আছে, তাঁহারাও যখন মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের পথ হইতে স্খলিত-পদ হয়েন, তখন বিষয়াকর্ষণে আকৃষ্ট অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি-দিগের কথা আর কি বলিব? যাহারা স্বীয় কুপ্রবৃত্তির

হস্তে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া সংসারঅরণ্যে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের চিত্ত-ভুজঙ্গ নিরন্তর কুটিল পথগামী হইয়া আপনার ও জনসমাজের কত অনর্থই উৎপাদন করিয়া থাকে!

ধর্ম্ম-রত্ন লাভ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা চাই। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে দুর্ব্বলতার অনেক পরিহার হয়। যাঁহার ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, ঈশ্বর শীঘ্রই তাঁহার মনে অনুরাগ উদ্দীপিত করেন। বিষয়-সুখ যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য হয়, তবে সে বিপরীত লক্ষ্য; সে লক্ষ্যসিদ্ধিতেও বিস্তর ব্যাঘাত। বিষয়-সুখ বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ধর্ম্ম-পথে গমন করিতে হয়; আনুসঙ্গিক যদি বিষয় সুখ রক্ষা পায়, তবে ভালই। ধর্ম্ম বিষয়সুখের অনুচর নহে, কিন্তু ধর্ম্মের অনুচর যদি বিষয়সুখ হয়, তবে তাহা অবশ্য সেব্য। আত্মসুখের জন্য ধর্ম্মকে প্রার্থনা করিলে সে কেবল স্বার্থপরতা মাত্র। স্বর্গের লোভে বা নরকের ভয়ে ধর্ম্ম সাধনে প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মের ভাব নিঃস্বার্থ ভাব। বিষয়সুখ যে, ধর্ম্মের অব্যর্থ পুরস্কার তাহা নহে; সুবিমল আত্মপ্রসাদই ধর্ম্মের পুরস্কার। যাঁহার আত্মা ধর্ম্মবলে সবল হইয়াছে পুণ্যজ্যোতিতে জ্যোতিস্মান হইয়াছে, বিষয়-সুখ যে কি ক্ষুদ্র তাহা তিনিই বুঝিয়াছেন! সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া, বহু আয়াসে, বহু দিবসে যে ধর্ম্ম-

রত্ন উপার্জ্জিত হয় কোন পার্থিব ধন কি তাহার বিনিময়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে ? কখনই না। ধর্ম্মকে যাঁহারা মূলধনরূপে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, পার্থিব বিষয়াভাবে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হয়েন না। বিষয়জনিত হর্ষ, শোক, সংসারের বিপদ, সম্পদ, তাঁহাদিগকে অধিকার করিতে পারেনা। সকল অবস্থাতে তাঁহারা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াই সুখী থাকেন।

বিষয় পরায়ণ ব্যক্তি জ্ঞান ও ধর্ম্মজনিত সুখভোগে সমর্থ হয় না। ধার্ম্মিক ব্যক্তির অনেক সময় বিষয়-সুখে বঞ্চিত হইতে হয় সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম যোদ্ধাগণ ধর্ম্ম-কর্ম্মে আবৃত থাকিয়া বিপক্ষদিগের সহস্র প্রকার অত্যাচারকে তুচ্ছ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আত্মার শান্তি কেহই হরণ করিতে পারে না। অতএব পবিত্র সুখ উপভোগ করিতে হইলে, নিকৃষ্ট সুখকে অনেক সময় পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়ের যোগে যে সুখ, তাহা বিষয়ের বিচ্ছেদেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু ধর্ম্মজনিত আনন্দ অক্ষয় ধন।

মনুষ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্ম প্রকৃতি ক্রমেই প্রশস্ত ও উন্নত হইতে থাকিবে এবং তজ্জনিত আনন্দও বিমলতর হইতে থাকিবে। যৌবনকালে যেমন নূতন নূতন সুখের প্রস্রবণ প্রযুক্ত হইয়া শৈশব কালের সুখ সমুদায়কে অতিক্রম করে, আত্মার উন্নতা-

বস্থাতেও সেই রূপ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রীতি, এই সকল হইতেই আনন্দধারা নিঃসৃত হইয়া নিকৃষ্ট সুখ সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া থাকে। যখন আমাদের অন্তঃকরণ হইতে মোহ, স্বার্থপরতা, দ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতি দূর হইবে, যখন আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব দান করিব, কেবল ফুল-চন্দন নয়, প্রাণ-মন সকলই তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিব, তখনই আমাদের মুক্তি লাভ হইবে। ত্যাগই, ধর্ম্মের প্রাণ-স্বরূপ; কিন্তু আমরা যদি ভাবি লাভের উদ্দেশে ত্যাগ আপাততঃ স্বীকার করি, তবে ধর্ম্মতঃ সে ত্যাগ, ত্যাগই নহে। তাহা স্বার্থ সাধন মাত্র। ধর্ম্মের ভাব এ প্রকার উদার যে, আমরা যদি সুখ উদ্দেশ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করি, তবে তাহার পবিত্রতার হানি হয়। স্বার্থ পরতার কুটিল মন্ত্রণাকে যতবার নিরস্ত করি, ততই আমরা বল পাই, ততই আমাদের শিক্ষা হয়—বিষয়ের প্রতিস্রোতে যাইবার জন্য ততই প্রস্তুত হই। বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের মুক্তি। পাপ হইতে দূরে থাকিবার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টাই আমাদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা। ঈশ্বরে যে অটল অনুরাগ, সেই অনুরাগই আমাদের প্রকৃত বৈরাগ্য। গৃহত্যাগী হইয়া অরণ্যে বাস করাতেই যে বৈরাগ্য হয়, তাহা নহে। ঈশ্বরে অনুরাগই যথার্থ বৈরাগ্যপথ। ধর্ম্মই সেই পথের প্রদর্শক। ধর্ম্মেতে যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা

জন্মিয়াছে, ধর্ম্মের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও পাপের স্বাভাবিক মলিনত্ব যাঁহারা প্রতীতি করিয়াছেন, তাঁহারা যে ঈশ্বরের পথেরই অভিমুখী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মপরায়ণ সাধুব্যক্তিগণ বিষয়সুখ হইতে অনেক সময়ে বঞ্চিত হয়েন বলিয়া, পাপী ব্যক্তি যে নির্ব্বিঘ্নে ও শান্তিতে থাকে, এমত নহে। পাপীর যে যন্ত্রণা, তাহা সেই পাপীই জানে, আর সেই অন্তর্যামী পুরুষই জানেন। যদিও তাহাদের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, অশ্ব, রথ, গজ, পর্য্যঙ্ক থাকে, তাহাতেই বা কি? তাহারা নরকসমান স্বকীয় হৃদয়জ্বালাতেই সর্ব্বদা অস্থির; তাহাদের কোন সুখ উপভোগের ক্ষমতা থাকে না। তাহাদের নিকটে এই জগৎ দাবদাহময় হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত তাহার কিছুতেই শান্তি নাই। সাংসারিক সম্পদই তাহার জীবনসর্ব্বস্ব, সাংসারিক বিপদই তাহার মৃত্যুতুল্য। সে ইহা জানে না যে, সম্পদ এবং সম্পদের অনুচরবর্গ যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করে, আত্মীয়-স্বজন হইতে যদিও আমরা বিচ্ছিন্ন হই, তথাপি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। যাঁহারা সেই সচ্চিদানন্দের পদাশ্রিত, তাঁহারা অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। বিষয়-মোহে হত-চেতন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানিতে পারে না। তিনি দর্শন-শাস্ত্রই পড়ুন, আর তর্ক-শাস্ত্রই পড়ুন, তাঁহার মনের সংশয়চ্ছেদ কখনই হয়

না। অজ্ঞান, পাপাশক্তি ও কুসংস্কার সকল বিনষ্ট না করিলে পরমপবিত্র ঐশিক সুখের আস্বাদন করা যায় না। আত্মার প্রকৃত সুস্থাবস্থার নির্ম্মল সুশৃঙ্খলভাবই স্বর্গ, আত্মার বিকৃতাবস্থার সমল দূষিতভাবই নরক। পাপাত্মাকে স্বর্গলোকে রাখিলেও তাহার শান্তি কোথায়? চিররোগীকে অন্ধকার কুটীর হইতে সুসজ্জিত প্রাসাদে আনিয়া রাখিলে, তাহার যন্ত্রণার লাঘব হয় কি? যে সকল মহাত্মা জ্ঞান ও প্রীতিদ্বারা আপনাদের সাধু ইচ্ছাকে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত যুক্ত করিয়া যুক্তাত্মা হইয়াছেন তাঁহারাই ধন্য। অজ্ঞান মহাপাদপ স্বরূপ। অহঙ্কাররূপ অঙ্কুর হইতে উহার উদ্ভব হয়। যাহারা ঐহিক সুখ পরতন্ত্র হইয়া সেই তরুচ্ছায়া আশ্রয় করে, তাহাদের মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

এক পক্ষে দেখিতে গেলে সংসারিক জ্ঞান সর্ব্বৈব মিথ্যা। সুতরাং ইহাকে জানা ও নাজানা একই কথা। বস্তুর পর বস্তুর ক্ষয় হইতেছে এবং কত জীব, কত বস্তু, আসিতেছে ও যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। চিরকালই আসিতেছে ও যাইতেছে; যাহা যাইতেছে তাহা আর দেখিতে পাই না। এই বস্তু এই, জানিতেছি, কিন্তু কালবশে আর তাহাকে দেখিতে পাই না! সে যখন যায়, তখন তাহার জ্ঞানও সময়ক্রমে তাহার সঙ্গে গমন করে। এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই জানিতে পারা যায়, যে

সাংসারিক জ্ঞান কোন কার্য্যকারক নহে। যাহাদ্বারা পরমার্থ স্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারা যায়, তাহারই নাম জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের যে সর্ব্বতোভাবে একতা, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। সংসারে এমন ব্যক্তি অতি বিরল, যাঁহার বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সকলের সর্ব্বতোমুখী একতা হইয়া থাকে। এক মাত্র যোগবল সহায় না হইলে, এরূপ ঘটনা কোন মতেই সম্ভব নহে। সংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, লোকের বুদ্ধি যদি স্থির হয়, ইন্দ্রিয়গণ স্থির হয় না এবং ইন্দ্রিয়গণ যদি স্থির হয় তবে মন স্থির হয় না। কুম্ভকার যে ঘট নির্ম্মাণ করে, প্রধা-নতঃ, জল, তেজ ও মৃত্তিকা এই তিনের সমবায়ই তাহার কারণ। সেই রূপ, সংসারে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বিষয়, তৎসমস্তই, প্রায়, এই মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের সমবায় হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। মনুষ্যের মন এক দিকে, বুদ্ধি অন্য দিকে ও ইন্দ্রিয়গণ আর এক দিকে ; সেই জন্য, তাহার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। কদাচিৎ এই তিন স্থির হইয়া একত্র সমবেত বা মিলিত হইলে, তৎক্ষণাৎ আত্মার মলিনতা অনেকাংশে পরিহৃত ও পরমার্থ লাভের সূত্রপাত সংঘটিত হয়। কালসহকারে এরূপ মিলন অভ্যস্ত হইলে, সিদ্ধিলাভ সহজ হইয়া উঠে। যোগীগণ ইহার

দৃষ্টান্ত। সংসারে অনেক সময়ে অনেকে যে বিবিধ আশ্চর্য্য ও অভিনব বিষয়ের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে, বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয়গণের ঐরূপ মিলন হইতেই তাহার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত মনুষ্যের আত্মাতে সেই সচ্চিদানন্দ নির্ম্মল পুরুষ সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েন। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তিনি আত্মার জ্যোতি, তিনি জ্ঞান-জ্যোতি পরব্রহ্ম। ঈশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তিনি কেবল জ্ঞাননেত্রের গোচর। যিনি তাঁহার অনুরাগে একাগ্রচিত্ত হইয়া, যুক্তি-যোগে স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত ও সংশয়-বর্জ্জিত করেন, তিনিই সেই জ্ঞান-গোচর সত্য-সুন্দর মঙ্গলময় পুরুষকে প্রত্যক্ষ দেখেন ও তাঁহার সহিত নিত্য-সহবাস জনিত অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। বিষয়সুখে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় না। বিষয়সুখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর, অতীব ক্ষুদ্র, কখনও বা ধর্ম্মের অনুকূল কখনও বা প্রতিকূল; কখনও বা সেব্য কখনও বা ত্যাজ্য। সেই সর্ব্বান্তর্যামী সচ্চিদানন্দই আমাদের তৃপ্তির স্থল, আমাদের পবিত্র শান্তি-নিকেতন। তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে এমত বক্তা অতি দুর্লভ; যোগীগণ, অধ্যাত্মযোগ দ্বারা, সেই দুর্জ্ঞেয় পরমাত্মাকে জানিয়া, হর্ষ ও শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম-যোগ কহে। যোগীব্যক্তি প্রশান্তাত্মা, নির্ভয়, ও সংযত-চিত্ত হইয়া অন্তঃকরণকে সমাহিত করতঃ পরম শান্তি লাভ করেন; অতএব যিনি মনকে স্থির করিতে পারেন, তিনিই স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হয়েন। মনুষ্য যদ্যপি, বৃথা আমোদোল্লাসে, সময় ক্ষেপণ না করিয়া, নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করে, তাহা হইলে পরিশেষে কোন প্রকৃত মহৎ বিষয়ে তাহার চিন্তাশক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে, সমস্ত রিপুগণকে ঐ শক্তির দ্বারা বশে রাখিয়া, যদি শুদ্ধ মনঃসংযোগ অভ্যাস করা যায়, তাহা-হইলে একটী প্রকৃত বীরের ও জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করা হয়। এই মনঃসংযোগ শিক্ষাকালে অন্যান্য সুফল-দায়িনী শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়, রিপুগণকে দমন করিতে হয়, এবং বাসনাগুলি পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে ঐ শক্তির রূপান্তর দৃঢ়সংকল্পরূপে পরিণত হইয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব তেজের বা শক্তির বিকাশ হইলে, মনুষ্য আপনা হইতেই সৎপথাবলম্বী হইয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব প্রথমতঃ মনঃসংযোগ শিক্ষা করা আবশ্যক। এই মনঃসংযোগে, মানসিক দৃঢ়তা জন্মায়, দূরদৃষ্টি জন্মায়, ও স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়। এই মানসিক দৃঢ়তা দ্বারা আমরা নানাবিধ আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হই। ইহা সপ্রমাণ

করিতে অধিক দূর যাইতে হইবেনা। আমরা দেখিতে পাই, কত মহাত্মা এই অপূর্ব্ব মানসিক দৃঢ়তা দ্বারা, কত অসামান্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। বৈজ্ঞানিকগণ এই মনঃসংযোগ দ্বারা পার্থিব-বিষয়ে কত উন্নতি করিয়াছেন; তবে কেন বিশ্বাস করিব না যে, কোন গূঢ় প্রণালী দ্বারা আমাদের ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ এই শক্তি, মনের উপর প্রয়োগ করিয়া, কত অলৌকিক ব্যাপার সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন? তবেই সেই শক্তিটী, প্রথমতঃ, মন অর্থাৎ অন্তর্জগৎ, দ্বিতীয়তঃ, শরীর বা বাহ্যজগৎ ও মনুষ্যের যাবতীয় কার্য্যাকার্য্যকে শাসন করিতেছে। এই মন অর্থাৎ অন্তর্জগৎ ও ক্রিয়া বা বাহ্যজগৎ উভয়ের একত্র সমাবেশই অদৃষ্ট, সুতরাং অদৃষ্টও কিয়ৎপরিমাণে মনুষ্যাধীন বলিতে হইবে।

আমরা বাহির্দৃষ্টিতে যেমন বাহিরের বিষয় সহজে উপলব্ধি করি, সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিতে সত্যের প্রতিভা সহজে প্রতিবিম্বিত হয়। সন্ধ্যা, পূজা ও নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, যাহা কিছু আমাদের আছে, তাহার সকলগুলিতেই বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির যোগ মাত্র দেখা যায়; অতএব যোগই হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি, এই যোগবলেই পূর্ব্বতন আর্য্যগণ আপনাদিগের অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণের আর সে

ব্রাহ্মণত্ব নাই ; সুতরাং তাঁহারা দিন দিন হীনতেজ হইয়া সমাজে ঘৃণিত হইতেছেন।

ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইলেও, শাস্ত্রোক্ত প্রমাণবচন মুখাগ্রে থাকিলেও, অনেক সময়ে সে শিক্ষা কেবল জিহ্বাগ্রেই থাকে ; সে ধর্ম্মজ্ঞান জীবন-শূন্য ও নিষ্ফল। যে পর্য্যন্ত, সেই শিক্ষিত বিষয় সকল, আমাদের অন্তর্দৃষ্টিরূপ জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে না আইসে, সে পর্য্যন্ত আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া সেই সকল বিষয়ের উপলব্ধি করিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত সে শিক্ষা কোন কার্য্যেরই নহে।

পুণ্যের যে কি মনোহর মূর্ত্তি, ঈশ্বর-প্রীতি যে কি রমণীয় পদার্থ, ব্রহ্মানন্দ যে কি মহান্, ঈশ্বরের সহিত যে কি প্রকার চির-সম্বন্ধ, তাহা হৃদয়ের অভ্যন্তরে পরীক্ষা দ্বারাই জানিতে পারা যায় ; বৃথা তর্কযুক্তিতে কোনই ফল হয় না। যখন সত্য-জ্যোতিতে জ্ঞান উজ্জ্বল হইবে, প্রীতির শিখায় হৃদয় উদ্দীপিত হইবে, তখনই মুক্তি। তখন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা, উন্নতভাব ধারণ করিয়া মনুষ্যকে অসীম শক্তিশালী করিবে। মনুষ্যেরই এমন শক্তি আছে যে, তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির কুটিল অভিসন্ধি সুদূরপরাহত করিতে পারেন ; তিনি সহস্র প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের পথে পদপ্রসারণ করিতে পারেন। মনুষ্যের এই প্রকার কর্ত্তৃত্বভার আছে

বলিয়াই তিনি পাপের দণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং পুণ্যের পুরস্কার লাভ করিতেছেন। এই প্রকার আধিপত্য ও কর্তৃত্বভার পাইয়াছেন বলিয়াই মনুষ্যনামের এত গৌরব হইয়াছে। পশু পক্ষী স্ব স্ব প্রবৃত্তির প্রতিকূলে স্বইচ্ছায় চলিতে পারে না; কিন্তু মনুষ্য আপনার প্রকৃতির উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারে। আপনার উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ সাধন মনুষ্যের যত্নাধীন। মনুষ্য আপনার শুভাশুভ বিষয়ে স্বয়ংই দায়ী। মনুষ্যই বিবেকরূপ মন্ত্রী পাইয়াছেন, তিনি ন্যায় অন্যায় ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন। যদি, আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য, তাঁহার প্রাণগত যত্ন থাকে, চিত্ত-শুদ্ধির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকে, তিনি পুণ্যপদবীতে সহজেই আরোহণ করিতে পারেন। ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সকল কর্ম্মেই যোগ থাকে। সকল কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে আমরা মনে অপরিসীম বল প্রাপ্ত হই। আমরা সেই করুণানিধানের শরণাপন্ন হইলে তিনিই আমাদিগকে শুভ-বুদ্ধি ও বলবীর্য্য প্রদান করেন।

বিষয়াশক্তি ও পাপের প্রতিকূলে আমাদের কর্তৃত্ব যতই বিস্তার করিতে পারি, ততই চিত্ত-শুদ্ধির ভাব উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা বিষয়ের প্রতিকূলতা, অবস্থার প্রতিস্রোত, যত অতিক্রম করিতে পারি, ততই ঈশ্বরের

দিকে অগ্রসর হই। তখন আমাদের লোমহর্ষণ হয়, এবং হৃদয়ে গভীর পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করি। তখন কেবল সেই প্রেমানন্দেরই আস্বাদন পাই। এইরূপে যখন আমরা ক্রমে ক্রমে সেই অনন্ত প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইব, তখন আমাদের হৃদয়ে, শোক, মোহ, বিলাপ, ক্রন্দন, পাপ, তাপ আর কিছুই থাকিবেনা।

সে দিন কবে আসিবে, যে দিন ক্ষুদ্রবুদ্ধি-প্রসূত অহঙ্কারের পূজা পরিত্যাগ করিয়া, ভিতরে যাইয়া, আনন্দময়ীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া,আপনাকে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র মনে করিব! সে দিন কবে আসিবে, যে দিন, বাহিরের অন্তরালে, সেই চিৎশক্তির অস্তিত্ব, জ্বলন্তরূপে দেখিতে পাইব! বাহিরের ভিতরেই প্রাণ, প্রাণের মূলেই তিনি। জড়ের ভিতরে তিনি, জীবের ভিতরেও তিনি। তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির কার্য্য সতত সর্ব্বত্র হইতেছে। জড় এবং জীব তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। তাঁহাকে যে দেখিয়াছে, তাঁহাকে যে বুঝিয়াছে, সে বিবাদও জানে না, ঘৃণাও জানে না, বিদ্বেষও জানেনা। সাক্ষাৎ লাভ হইলে ভিতর ও বাহির এক হইয়া যায়। তিনি, যখনই ভিতরে যান, তখনই এক জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ দেখেন, দেখেন আর তাঁহাতে নিমগ্ন হয়েন; তাঁহার নিকট, রাজা প্রজা, পাপী পুণ্যাত্মা, জ্ঞানী মূর্খ, স্বর্ণ লোষ্ট্র, গৃহারণ্য সকলই এক হইয়া যা- সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, এক

হয়; সে অভেদাত্মক মহাযোগী মহাধ্যানে, মহাজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

ধর্ম্মের প্রথম উপদেশ এই, মানুষ বাহির পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করুক। নীরবে, গম্ভীর স্থানে, নির্জ্জন আত্ম-অরণ্যে প্রবেশ করুক। সেখানে অপরূপের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, অশব্দের শব্দ শ্রুত হইবে, অস্পর্শকে স্পর্শ করা যাইবে; সকল অসম্ভব সম্ভব হইবে। বাহির লইয়া যতক্ষণ অন্ধ হইয়া আছি, ততক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না বটে; শরীরের বিলাসসুখ, মায়ামোহ, অবিদ্যা অজ্ঞানে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ বুঝিতেছি না বটে, কিন্তু যখনই ভিতরে দৃষ্টি পড়িবে, তখনই বুঝিতে পারিব। চিন্তাহীন, বিশ্বাসহীন, তর্কযুক্তির দাস হইয়া চিরদিন কখনই থাকিতে পারিব না। জীবলীলা দেখিয়াও মানুষ কেমনে অবিশ্বাসী থাকিবে? মানুষ যদি সে মহাধনকে পায়, তবেই জগতের নরনারীর ভিতরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, সকলের সহিত অভেদাত্মক হইতে পারে, আসক্তিহীন হইয়াও মজিতে পারে, সকলকে কোলে তুলিয়া, হৃদয়ে পুরিয়া, নৃত্য করিতে পারে। যে তাঁহাকে স্পর্শ করে, যে তাঁহাকে দেখে, সেই মিলনের মন্ত্র পায়; সেই, জ্ঞান, প্রেম, নীতি, পুণ্য, প্রকৃত ধর্ম্মধন পায়। ঈশ্বর এই করুন, আমরা তাঁহাকে জীবনের মূলে জীবন্তভাবে দেখিয়া প্রকৃত

বিশ্বাসী ভক্ত হইতে পারি। শরীরের ভিতরে লুক্কায়িত অনন্ত সূক্ষ্ম সার বস্তু দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। স্থূল শরীরের ভিতরের অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তিতে ডুবিতে পারি। এই করুন, সকলে প্রেমানন্দ-সাগরে ডুবিয়া শান্তির রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ হই এবং জড়ের ভিতরে চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া তাঁহাতে নিমগ্ন হই!